ফুল।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ফাল্গুন, ১৩০২।

মূল্য।০ চারি আনা।

পিপেলস্ প্রেস ;
৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

পরমারাধ্য, পূজ্যপাদ, মহাগুরু,

৺ হরিদাস রক্ষিত

স্বর্গীয় পিতৃদেব মহোদয়ের

শ্রীচরণে,

তাঁহার অধম আত্মজের

এই হৃদয়-পারিজাতগুলি

অশ্রু-চন্দনে সিক্ত হইয়া

উৎসৃষ্ট

হইল।

পিপেল্‌স্ প্রেস ;
৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

পরমারাধ্য, পূজ্যপাদ, মহাগুরু,

৺ হরিদাস রক্ষিত

স্বর্গীয় পিতৃদেব মহোদয়ের

শ্রীচরণে,

তদীয় অধম আত্মজের

এই হৃদয়-পারিজাতগুলি

অশ্রু-চন্দনে সিক্ত হইয়া

উৎসৃষ্ট

হইল।

নিবেদন।

'ফুলের' এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইল। প্রথম সংস্করণের যেই গানগুলি যেমন বৰ্জ্জিত হইয়াছে, 'প্রেমিকের প্রলাপ' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র কাব্যও তেমন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। অধিকন্তু, পূর্ব্বের তুলনায়, 'ফুলের' কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ মূল্য সেই পূর্ব্ববৎ রহিল।

'ফুলের' এই দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়াও যদি কাব্যামোদী সুধিবৃন্দ তৃপ্তিলাভ করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

(*) তারা চিহ্নিত কবিতাগুলি—যথা, পরিত্যক্ত, সঞ্জীবনী, চোর, সমর্পণ, কমলা ও আক্ষেপ— আমার কনিষ্ঠ সহোদর, সুকবি শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর রচিত। বিপিনবিহারীর কবিত্ব-শক্তি উত্তরোত্তর কিরূপ পরিস্ফুট হইতেছে, সহৃদয় ভাবুকসমাজে আমি তাহার একটু পরিচয় দিলাম।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সূচীপত্র

—:o:—



ফুল।



প্রাণের গান।



কি করুণ সুর বাজে জগতের বুকে!—
গভীর বিষাদে ভরা
জীব জন্ম—বেঁচে মরা,—
হাহা-ধ্বনি অবিরাম মরমের দুঃখে!
কাঁদে প্রাণী উভরায়,
প্রতিধ্বনি বলে—'হায়'!
সে 'হায়ে' হয় না হায়! প্রাণের সান্ত্বনা;—

সে 'হায়' যে কার্য্যহীন,
শক্তিহীন—অতি ক্ষীণ,
দীনতার মূর্ত্তি সেও অন্তিম-বেদনা।
জীব-যুদ্ধে যুঝে' জীব,
পরাজয়ে ভুলে' শিব,
মৃত্যুমুখে ছুটে যেয়ে বাড়ায় যন্ত্রণা ;
বাঞ্ছিত, সুদূরে থাকি',
হাসি-মুখে দেয় ফাকি,
বাড়ে তৃষা—প্রাণনাশা অতৃপ্ত-কামনা।

(আহ্বান।)

কোথা তুমি, হে জীব-জীবন!
কাঁদিছে কাতরস্বরে,
অগণিত নারী নরে,—
পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম,
কোথা তুমি, হে জীব-জীবন!

কোথা তুমি, হে জীব-জীবন!—
তোমার এ বসুন্ধরা,
দেখি যে জীয়ন্তে মরা,
কর প্রভো! অমৃত বর্ষণ,—
দয়াময়, হে কার্য্য-কারণ!

দয়াময়, হে কার্য্য-কারণ!—
জীবে দয়া কবে হ'বে,
কবে জীব এড়াইবে—
জরা, ব্যাধি, শোক, মৃত্যু-বাণ,
বল বল হে দেব মহান্!

বল বল হে দেব মহান্!—
অভাবে অভাব বোধ,
স্বভাবে অশান্তি রোধ,—
কবে হ'বে সে প্রেম উদয়?
—প্রেম-সিন্ধু, দাও হে অভয়!

প্রেম-সিন্ধু, দাও হে অভয় !—
এ বিশ্ব প্রপঞ্চ কাঁদে,
নিদারুণ অবসাদে,
—কোথা তুমি নিখিল-নির্ভর !
করুণার উৎস খোল, করুণা-সাগর !!

জীবন-সমাধি

-:o:—

বেঁচে থাকা—ম'রে থাকা এ যে !—
আর হেসে কাজ নাই,
ভালবেসে কাজ নাই,
নীরবে—নিভৃতে মরি প্রকৃতির কোলে !

জগতের জাগ্রত প্রতিভা,
কাজ নাই ও জীবন্ত আভা ;—
চক্ষুঃশূল ব্রহ্মাণ্ডের আলো,
অমানিশা-অন্ধকার ভালো !

অবসাদ, অতৃপ্তি, পিপাসা,
কি জানি-কি জীবনের আশা,—
মহাভ্রান্তি ! মরীচিকা দেখি,—
"কোথা তুমি" ? কারেই বা ডাকি !

প্রকৃতির গম্ভীর নির্জ্জনে,
সাধ যায় মরি মনে মনে,
শূন্যে—নীল নভস্থল, নিম্নে—শষ্প-শয্যাতল,
সুষুপ্তা-নীরব পৃথ্বী,—স্তম্ভিত অচল ;—
নীরবে—কাতরপ্রাণে, মিশাই মাটীর সনে,
এ মায়ার পঞ্চভূত-কল !

মর্ম্মকথা।

—:o:—

বুঝেছি—ঠেকেছি বিধিমতে!—
কেন আর মিছে মায়া, কুহকী কল্পনা-ছায়া,
দেখাও আঁধারে আলো—আলেয়ার মত,
ছেড়ে দাও—কেঁদে বাঁচি, নির্ম্মম জগত!

যত ব্যথা দে'ছ মনে—সরলতা-প্রতিদান,
ধিকিধিকি তুষানলে পুড়িতেছে এ পরাণ;
হৃদয়ে আঁকিয়া গেছে কঠোর মূরতি তব,
বিষমাথা বাক্যবাণ মরিলেও না ভুলিব!

তবুও বাঁচিতে হ'বে, হাসিতে কাঁদিতে হ'বে,
গোঁজামিলে দিন যাবে মুখে-মনে আর;
এমনি গ্রহের ফের, সারাটা জীবনে 'জের'!—
হা অদৃষ্ট, বিধি লিপি!—এই কি সংসার?

মুখে প্রেম ভালবাসা, হৃদে বিষ প্রাণনাশা,—
পুড়িব—পোড়াব কর্ত্ত পরাণ সরল,—
কোথা তুমি?—অন্তর্যামি!—ভকতবৎসল!

মায়ার বন্ধন।

—:o:—

বিষম জীবন-ভার, সহে না—সহে না আর,
একি হায়, দারুণ বন্ধন!
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল, হৃদি পুড়ে থাক্ হ'ল,
এ সময় কোথা নারায়ণ!
দেখা দাও, দেখা দাও, শ্রীমুখে হে কথা কও,
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ-রূপে হরি!
প্রাণ খুলে কই কথা, জুড়াই মরম-ব্যথা,
'রাবণের চিতা' দূর করি'!

মুখ পানে চাই যার, অন্ধকার—অন্ধকার,
ঘোর হ'তে ঘোরতর হেরি;
লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশেহারা, যেন রে পাগলপারা,
সে বিষাদে আপনা পাসরি!
'সামাল সামাল' সবে, কার মুখ কেবা চাবে,
'এক ভস্ম আর ছাই' হায়!
মিটেছে সংসার-সাধ টুটেছে বালির বাঁধ
সমাধি-জীবন লও পায়!
অন্তর্যামী তুমি হরি, পরীক্ষা না দিতে পারি,
নিজগুণে হে কাণ্ডারি, তার।
গোপিনি-বল্লভ শ্যাম, হ'ও না—হ'ও না বাম,
দীননাথ, দীনে দয়া কর!
অগতির তুমি গতি কূল দাও হে শ্রীপতি,
পলে পলে আত্মহত্যা হ'তে;
ইহ-পর উভলোক, যদি যায় দুই লোক,
কেন তবে পাঠালে জগতে?

কেন এ মানব-জন্ম কোটীকল্প যুগধর্ম্ম —
কর্ম্মক্ষেত্রে অধমে পাঠালে ;
কেন হৃদে প্রেম-প্রীতি কণাংশে এ ভক্তি-স্মৃতি,
প্রাণনাশা ভালবাসা দিলে ?

*   *   *

সংযম বিহনে হরি, ভেসে যায় মন-তরী,
ভয় বাধা কিছু নাহি মানে ;
একি মোহ, একি তৃষা, প্রাণঘাতী কি দুরাশা,
হৃষীকেশ ! রাখ এ তুফানে !
না চাহি প্রেমের হাসি, প্রিয়জন প্রেমভাবী,
স্বর্গভ্রষ্ট চাঁদ-মুখ আর ;
বন্ধন ঘুচাযে হরি, লও মোরে কৃপা করি', —
জীবন-সর্ব্বস্ব উপহার ! !

শান্তি-জল।*

—:০:—

অকালে প্রতিমা পূজে কি হ'তে কি হ'ল রে,
—হা বিধি-লিখন!
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল, হৃদি পুড়ে খাক্ হ'ল,
— দুর্ব্বহ জীবন!
কোথা বাম, গুণধাম, সুকবি 'প্রেমিক' নাম
'ভালবাসা' রচি';
এই কি সে ভালবাসা, এ যে দেখি প্রাণনাশা,
নির্ম্মম অশুচি!

---

* সুহৃদ্বর কবি বামদেব দত্তের বিয়োগে লিখিত। বামদেব 'প্রতিমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ সেই 'প্রতিমা'র অধ্যক্ষ ছিলেন। বামদেবের পরলোক গমনের কিছুদিন পরেই 'প্রতিমার' লোপ হয়। তদুপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।

সারাটা জীবন যাবে, এ অশুচি নাহি যাবে,
— দেখি যে আঁধার!
হা নিঠুর! কোথা গেলে, শোক-ফাঁসি দিয়া গলে
বন্ধু-পরিবার!
কাঁদিতে পারি না আর, শোক-সিন্ধু অনিবার
গরজে গভীর;
যার মুখ পানে চাই, তারে দেখে ব্যথা পাই,
—চঞ্চল, অস্থির!
সাহিত্য-সংসারে সদা বিজয়া দশমী হে,
দারুণ বিষাদ!
এ বিষাদ অন্ধকারে, কাজ নাই পূজা ক'রে,
কে সাধিবে বাদ!
সযতনে 'হীরালাল' গঠিয়া 'প্রতিমা' কাল,
হ'ল সর্ব্বনাশ;
নিজ ম'লো ধনে প্রাণে, তার সনে বামধনে
দিলা বনবাস!

স্বর্গভ্রষ্ট শিশু-মুখ, 'ঢোলের' সে স্মৃতি-সুখ,
অন্তরে রহিল ;
তার সনে এক জন, নিজ শিব অকারণ,
চরণে দলিল !
সে ব্যথা যাবে না আর, মুছিবে না অশ্রুধার,
চিতায় উঠিলে ;
হা প্রতিমা ! মনোরমা, প্রেমময়ি, প্রিয়তমা,
কি হ'ল সরলে ! * * *
এই ত প্রেমের রীতি পীরিতি প্রসাদ রে,
নিঠুর সংসার !
যে যাহারে ভালবাসে, সেই তার প্রাণ নাশে,
বিচিত্র ব্যাপার !
তবে মা প্রতিমা তোরে, ভাসাই জাহ্নবী-নীরে,
জন্মের মতন ;
প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকি, যে ক'দিন আছে বাকী
মায়ার বন্ধন !

সাধনার ধন তুমি জান মা অন্তর্যামী,
চৈতন্যরূপিণি!
তাই প্রাণে দাগা দিলে, ভালবাসা দেখাইলে,
তুমি আমোদিনি!
বাজিছে বিষাদ-বাদ্য বিজয়া দশমী রে,
সাহিত্য-সংসারে;
এস এস ভক্ত-সুত, 'প্রতিমা'-সেবক যত,
কাতরে কাতারে!
লও আসি 'শান্তিজল' ভক্তিভরে বিল্বদল,
বিসর্জ্জিব মায়ে;
মনোবাঞ্ছা যার যাহা, প্রার্থনায় পূরাও তাহা,
'প্রতিমার' পায়ে!
আবাহনে বিসর্জ্জন, সকলি বিধি-লিখন,
দুঃখ নাহি তায়;
বামের 'প্রতিমা' যাবে, শ্যামের 'প্রতিমা' রবে,
—আছে ও ধরায়

মানস-প্রতিমা হায়, যা গেছে কি পাব তায়,
প্রাণের বন্ধন!
মিছা কেন তবে মরি, কল্পনায় মূর্ত্তি গড়ি,
—সবে না যখন!

পরিত্যক্ত।

—:o:—

"Out of the day and night
A joy has taken flight;
Fresh Spring, Summer
and Winter hoar,
Move my faint heart with
grief—but with delight
No more—oh never more!"

—Shelley.

বাবদগ্ধ শুষ্ক তরু প্রায়, প'ড়ে আছি কেন বা ধরায়
হাসে ঊষা, ফুটে ফুল, বহে নদী কুলুকুল,
গাহে পাখী নিত্য নব গান;

কত শোভা নিতিনিতি, কতপ্রেম সুধা-প্রীতি,
কেবা নহে পুলকিত প্রাণ?
প্রতি নরনারী বুকে, বাসনা ঘুমায় সুখে,
ডেকে আনে প্রণয়-স্বপন;
আমি কি এদেরি কেহ, এমনি আমার গেহ
সদা রহে পুলকে মগন?
কোথা তবে হাসি মুখ, শত সাধে ভরা বুক,
ধরাবুকে কোথা সে মাধুরী!
কোথা সে মনের তৃপ্তি, নয়নে প্রতিভা-দীপ্তি,
কিছু নাহি,—সকলি চাতুরী!
কার, না ফুরাতে বেলা, সমাপ্ত হয়েছে খেলা,
কার প্রেমে এত হাহাকার!
উজ্জ্বল আকাশ-পটে, সহসা বারিদ উঠে,
কার পথ করে অন্ধকার!
সুখ আশা শান্তিহীন, কার প্রাণ অতি দীন,
কেবা কহে, মঙ্গল মরণ;

সুন্দর ভুবন মাঝে, কার বুকে ব্যথা বাজে,
কেবা চাহে মৃত্যুর শরণ।
কেবা হৃদি-শতদলে, দিয়েছে চরণ তলে,
লভিয়াছে ঘৃণা উপহার ;
পরিত্যক্ত আমি আজ, বিশাল ধরণী মাঝ,
কে বুঝিবে হৃদি-হাহাকার !
হৃদয়ে নাহিক ভক্তি, বুঝিতে নাহিক শক্তি,
কিবা ফল বাঁচিয়া ধরায়,—
দাবদগ্ধ শুষ্কতরু প্রায় !

সঞ্জীবনী।

—:o:—

১

আকাশ মেঘেতে ঢাকা,
　　নাহি চাঁদ, নাহি আলো,
হাসি-মুখ গেছে নিবে,
　　নদী-বুকে ছায়া কালো।
মেঘের আঁধার কোলে,
　　ডুবে গেছে ধ্রুব-তারা,
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
　　কাঁদি একা দিশা হারা!
সহসা মাঝের পথে,
　　হ'য়ে গেছে পথ ভুল,
কোথা যেতে কোথা যাব,
　　চিনিতে পারি না কূল।

আঁধারে হতাশ প্রাণে,
বসে আছি শূন্যে চাহি
কার্য্যশূন্য, লক্ষ-ভ্রষ্ট,
সুখ নাহি, শান্তি নাহি !
কে জানে এ মেঘরাশি,
কতদিনে চ'লে যাবে,
কে জানে এ পোড়া হৃদি,
কতদিনে আলো পাবে !

বজ্রদগ্ধ শুষ্কতরু,
মৃত প্রাণে আছি প'ড়ে,
পারি না ত বুকে নিতে,
আশা-লতা ভূমে পড়ে !
উদার কল্পনা রাশি,
না ফুটিতে ঝ'রে গেল,
জীবনের মাঝখানে
যবনিকা পড়ে গেল !

কোথা মোর জ্ঞান-তৃষা,
বিশ্বগ্রাসী মহাক্ষুধা,
কেন ধরা মরুভূমি,
কে হরিল স্বর্গ-সুধা ?
কোথা সে শ্যামলা ধরা,
কোথা প্রীতি, কোথা আশা,
কোথা সে অনন্ত দয়া,
পুণ্যতীর্থ ভালবাসা ?
কেহ কি হ'বে না মোর
এ জগতে আপনার,
তবে আর কারে ডাকি,
কে বুঝিবে হাহাকার !

অন্ধকার চারিধারে,
লক্ষ্যহারা ক্ষিপ্তপারা,
কিবা করি, কিবা চাহি,
বেঁচে আছি আত্মহারা !

প্রাণ গেছে, আশা গেছে;
আয় রে মরণ আয়,
মধুর পরশ তোর,
স্থান দেরে তোর পায় !

২

সহসা কি পুণ্যফলে
ঘুচে গেল অবসাদ,
মস্তকে পড়িল ধীরে,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ !
আঁধারে জ্বলিল আলো,
সে আলোক চারিধার,
আলোকে হাসিল ধরা,
স্বর্গ মর্ত্ত একাকার !
সেই স্নিগ্ধ আলোমাঝে,
দেখিনু দাঁড়ায়ে তুমি,

তোমারি চরণ স্পর্শে,
 সুধাপূর্ণ মরুভূমি!
পথহারা আমি দীন,
 চাহিনু তোমার পানে,
কি সুন্দর আহা তুমি!—
 কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে!
ভুলে গেনু আপনারে,
 ভুল হ'ল চরাচর,
প্রাণে প্রাণ মিশে গেল,
 তুমি আমি একাকার!
কে তুমি মমতাময়ি!
 ছায়া পথ-বিহারিণী,
আঁখিতে করুণা-জ্যোতি,
 বুকে প্রেম-মন্দাকিনী!
আসিলে কি দীন পাশে,
 মৃতদেহে দিতে প্রাণ,

দিতে কি অভাগাতরে,
আপনারে বলিদান ?
মঙ্গল পল্লব করে,
ঢেলে দিয়ে শান্তি-জল,
জুড়াবে কি প্রেমময়ি !
হৃদয়ের দাবানল ?
দিবে কি গো যাহা চাই,
সুখ শান্তি ভালবাসা,
অনন্তে বিশ্বাস প্রীতি,
কার্য্যক্ষেত্রে গুরু আশা ?
এস তবে, এস দেবি !
তুমি মোর ধ্রুব তারা,
তোমাতে সকলি পাব,
হব নাক পথ-হারা !
মঙ্গল পরশে তব,
দূরে যাবে মেঘরাশি,

হৃদয়ে খেলিবে আলো,
　　রবি শশী-পরকাশি!
পরাণে সাহস পাব,
　　আঁধারে জ্বলিবে আলো,
তোমারে হৃদয় দিয়ে
　　সবারে বাসিব ভাল!
চুম্বন-মদিরা তব,
　　শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে,
আশালতা বুকে দিয়ে
　　দগ্ধবুক জুড়াইবে!
স্নেহের অঞ্চল খানি,
　　মুছাবে নয়ন-লোর,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
　　আনি দিবে ঘুম-ঘোর!
জাগিবে কবিতা কত,
　　হৃদয়ে ফুটিবে গান,

শুনিবে জগতবাসী,
কৃতার্থ হইবে প্রাণ!
অপূর্ব্ব রহস্যে ভরা
ও মধুর মুখখানি,
আজি এ প্রথম দেখা,
এরি মাঝে জানাজানি!
আঁধার গিয়াছে চলে,
গেছে চ'লে অবিশ্বাস,
ভক্তি প্রীতি শান্তি মিলি'
কোটী রবি পরকাশ!
একটি আলোক-রেখা,
অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ,
নিবে বুঝি যেতেছিনু,
প্রতি পলে দীপ্তিহীন!
তুমি দেবী, প্রেমময়ি,
প্রাণে প্রাণ মিশাইলে,

ভুল ভেঙে, আশা দিয়ে
দগ্ধ হৃদি জুড়াইলে!
স্থিতি-বিধায়িনী তুমি
দুর্ভাগ্যের চির আশা,
মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী,
পবিত্র ও ভালবাসা!

"ওই সে পাষাণী।" *

—:o:—

"বাছনি রে! না কাঁদিস আর—
এ ধরা নহেক তোর, পাপে সদা এ যে ভোর;

* সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট ভক্তের প্রতি জগজ্জননীর সান্ত্বনা, অথবা ভক্তের স্বপ্নদর্শন। ভক্ত স্বপ্ন দেখিতে-ছেন, জগজ্জননী তাঁর শিয়রে বসিয়া সংসার ও সাধন তত্ত্ব বুঝাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন।

স্বার্থের জ্বলন্ত মূর্ত্তি হেথা বিদ্যমান ;
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে ভ্রমে সর্ব্ব স্থান।

শঠতা বঞ্চনা যার, সর্ব্ব কাজে জয় তার,
গুণিজনে অনাদর হেথা চির-রীতি,
সুজন ধার্ম্মিক সদা পায় দুঃখ ভীতি।

পরিহাস পরবাদ, হিংসা দ্বেষ বিসংবাদ
নিদারুণ বিভীষণ রিপুর পীড়ন,
নশ্বর জগতে এই সৌন্দর্য্য-ভূষণ !

দয়া স্নেহ মমতার, নাহি লেশ কণাকার,
হৃদয় মরুভূ সম অতীব কঠিন,
নীরস প্রকৃতি সবে ন্যায় ধর্ম্ম-হীন !

পৈশাচিক অত্যাচারে, জর্জ্জরিত পরস্পরে,
সুধাবোধে বিষপানে উন্মত্ত সবায়,
মোহিনী মায়ার চক্র পাতিত হেথায়।

অধঃপথে অগ্রসর, পলে পলে নিরন্তর
হ'তেছে, দেখরে বাছা, গভীর আঁধার,
কেমনে হইবে হেথা আলোক বিচার?

কাচ বিনিময়ে এরা, না দিবে রে কেন হীরা,
অমূল্য রতনে কেন করিবে যতন,
তা' হ'লে যে মায়া-রাজ্যে হ'বে অনিয়ম!

রে বাছনি!

যে জগতে হেন রীত, না বুঝি' আপন হিত,
আপন পায়েতে মারে আপনি কুঠার,
সে জগতে কিবা তুমি আশা কর আর?

কাঁদিতে জনম তব, কেঁদে কর শেষ সব,
আশা-বাসা হোক ভস্ম নিরাশা-অনলে,
ধন অর্থ মান যশ যাক রসাতলে।

অপমান নির্য্যাতন, দরিদ্রতা বিভীষণ,

দুর্ব্বিষহ মর্ম্মপীড়া নিত্য শোকতাপ,
হউক দ্বিগুণতর বিচ্ছেদ-সন্তাপ।

'পাগল' বলিয়ে তোরে, যেন সবে ঘৃণা করে,
নারকী দুর্জ্জন ব'লে সাধে যেন বাদ,
এই মাত্র অকৃত্রিম করি আশীর্ব্বাদ!

ইথে রে বাড়িবে পুনঃ, ভক্তি-তৃষা শত গুণ,
ব্যাকুল-পরাণ তোর কাঁদিবে নিশ্চয়,
লভিবারে এ রাজ্যের শান্তি মধুময়।

কিন্তু বৎস!

রহে যেন হেন ভাব, তোর মনে সমভাব,
বিপরীত কিছুমাত্র না হয় তিলেক,
সাবধান—ক্ষণকাল ত্যেজ' না বিবেক!

ধৈর্য্য ধর্ কিছু দিন, পাবি শান্তি চিরদিন,
হ'তেছেরে ঊর্দ্ধে তোর আবাস নির্ম্মাণ,—
প্রীতি-প্রেম-শান্তিপূর্ণ ভিত্তি সুমহান্!

দু' দিনের সুখ-তরে, কি কাজ রে ভেক ধ'রে,
বিশাল এ মহীতল স্থান পরীক্ষার,
জেনো স্থির, প্রিয় বৎস, এ লীলা আমার!

পাপী হাসে পাপ ক'রে করি সুখী আরো তারে
অভীপ্সিত কার্য্য তার সাধি সযতনে ;
কে বুঝিবে এ রহস্য পার্থিব ভুবনে ?

বৎস্ !

তুই যে ভুঞ্জিস হেন, এও মঙ্গল-কারণ,
মঙ্গলময়ী রে আমি, ভক্তের দুয়ারে
ভ্রমি অনিবার, তথা প্রবোধি' সবারে।

তৃষিত চাতক সম, ডাক আর পুনঃ পুনঃ
ক্ষুধা নিদ্রা পরিহরি ডাক রে সঘনে,
অনন্ত পীযূষপূর্ণ 'মা' নাম বদনে!

মা তোরে-করিবে বুকে, ছেলে ফেলে মা কি থাকে,

মায়েরে যদি রে চাস্ কাঁদ্ উভরায়,
কান্না বিনা জননীর কে আদর পায় ?

তাই বলি বাছা,—

ডাক্ ডাক্ আরো ডাক্, হৃদয় মাতিয়ে যাক্,
'মা—মা' সুধানাম অমিয় ভাষায় ;
ঘুচিবে ভবের দুঃখ আসিবি হেথায় !"

সুখের স্বপন মোর, সহসা হইল ভোর,
চকিতের মত উঠি' বলিনু এ বাণী,—
'দেখ রে, মা ডাকে ভাই,—"ওই সে পাষাণী" !

সান্ত্বনা।

—:o:—

"মা গো, কি হ'বে আমার!"

গম্ভীর নিশীথ কাল স্তব্ধ চারিধার,
জগতের জীব জন্তু সুপ্ত নিদ্রাকোলে,
সুমন্দ্র গম্ভীর বাজে 'প্রণব ওঙ্কার',
বিশাল সংসার ভাসে শান্তির হিল্লোলে।

হেন কালে যুবা এক ভাগীরথী-তীরে,
জুড়াইতে সন্তাপিত হৃদয়-অনল,
'আকাশ পাতাল' ভাবে ভাসি আঁখি-নীরে,
অনুতাপ তাহে মিশি' ঢালে হলাহল।

ভগ্ন-হৃদে অভাগার বৃশ্চিক-দংশন,
দীর্ঘশ্বাস পলে পলে শোষিছে শোণিত

ক্ষিপ্ত সম শূন্য দৃষ্টি, শূন্য দু' নয়ন,
লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিশহারা, আপনা-বঞ্চিত।

ভূত ভাবী বর্ত্তমান স্মরি' মনে মনে,
ভারবহ জীবনের ভীষণ বিকার,
সহসা পাষাণ-ভেদি করুণ ক্রন্দনে,
জানাইলা মহামায়ে,—"কি হ'বে আমার!"

"মাগো কি হ'বে আমার!
মঙ্গলময়ী মা তুমি, অতি মূঢ় হীন আমি,
পাপ-অবতার হেয় খল দুরাচার;
তাই তব হিতবাণী, মনে কিছু নাহি মানি',
অসীম পাপ-অর্ণবে দিয়েছি সাঁতার।
স্বর্গ-সুখ-আশে মাতি', অসার আমোদে নিতি
দুস্তর নরক-কুণ্ডে দি'ছি অঙ্গ ঢেলে;
অন্তর-যামিনী মাতঃ, কিবা তব অবিদিত,
কি না জান তুমি—তবে কি ফল লুকালে?

কূল—সীমা বিবর্জ্জিত, সুদূর এ মহাস্রোত,
কেমনে মা হব পার ব'লে দে উপায় ;
দিক্‌হারা পথিকের, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বিহঙ্গের,
নিদারুণ দুঃখ-বাণী না মিলে ভাষায় ;
তেমতি এ অভাজন মাগো, নিরুপায় !

নিত্য-জ্ঞানে অনিত্যেরে করিয়া আশ্রয়,
'আমার' 'আমার' ব'লে, সংসারের গণ্ডগোলে,
মত্ত ছিনু দিবা-নিশি ঐহিক চিন্তায় ;
বিশাল-সংসার মাঝে, কেন এনু কিবা কাযে,
না ভাবিনু একবার মজিয়ে মায়ায় ।
এবে ঘোর তমোজাল, ঘিরিয়াছে মহাকাল,
বুঝেছি মা এতদিনে তোমারি কৃপায় ;
এ সংসার পারাবার, কেমনে মা হ'ব পার,
বিনা তব কৃপা-তরী—শ্রীপদ-সহায় ;
তুমি না রক্ষিলে মাগো, কে রাখিবে হায় !

ওই শুন ভীমরবে গর্জ্জিছে জলধি!—
চপলা বিকট হাসি', উজলিছে দশদিশি
মুহুর্মুহু বজ্রনাদে কাঁপিছে হৃদয়;
তরঙ্গ হিল্লোল উঠে, সুদূর আকাশে ছোটে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা একাকারময়।
কালের করাল ছায়া —না, ওই ভীষণ কায়া,
ক্রমে আসে আগুসরি' গ্রাসিতে আমায়;
'মাভৈ মাভৈ' রবে সান্ত্বনা কর মা সবে
প্রকৃতিরে প্রকৃতিস্থ কর এ সময়।
(নহে) দেহ-তরী ডুবে যায়, আয়ু-বায়ু হয় ক্ষয়
'ভেলায় ভরসা' বল থাকে কতক্ষণ;
কোথা যা'ব কি করিব, (এ)অকূলে কি কূল পাব,
অনন্ত—অপার এ যে দিগ্বিদিকহীন,—
নারকীর পরিণাম কি ভীষণ দিন!
ইহ-পর উভলোক গভীর আঁধার,
তবে কোথা যা'ব, মাগো, কি হ'বে আমার?"

সহসা হৃদয়-যন্ত্র হইল নীরব,—
জীবন্ত-উচ্ছ্বাস-গাথা, প্রকাশি' অন্তর-ব্যথা,
উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীর আবেগে ;
পূত-ভাগীরথী-জলে, আত্ম-বিসর্জ্জনকালে,
জাহ্নবী ভক্তের হাত ধরিলেন বেগে।
সহসা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, প্রকাশি' অপূর্ব্ব-ভাতি,
উজলিল দশদিশি অপূর্ব্ব শোভায় ;
সুগন্ধে পূরিল স্থান, মায়ের মধুর-তান,
সঞ্জীবিল অর্দ্ধমৃত অভাগা যুবায় ;
কবির কল্পনা-ভেলা তাহে ডুবে যায়।
"সম্বরি' হৃদয়-ব্যথা, দেখ্ চেয়ে আমি হেথা,
সান্ত্বনা করিতে তোরে এসেছি বাছনি ;
আর ভয় নাই তোর, করুণা পেলিরে মোর,
ভবার্ণবে কর্ণধার আমি রে শিবানী !
অনুতাপী যেই জন, ডাকে মোরে অনুক্ষণ,
ত্যজি' ভোগ বিলাসিতা নশ্বর-কামনা,

প্রায়শ্চিত্ত অবসানে, কঠোর তপস্যা গুণে,
অবশ্যই লভে সেই আমার করুণা।

জ্ঞান-চক্ষু লও এবে তিতিক্ষা বিবেক,—
বিশাল এ কার্য্যক্ষেত্রে, যেন নাহি কোন সূত্রে,
স্খলিতচরণ হও কর্ত্তব্য ভুলিয়ে ;
মোহিনী মোহের বশে, পৈশাচিক রঙ্গরসে,
ম'জনা—ম'জনা আর আপনা হারা'য়ে।

স্থির-লক্ষ্যে ধীর-মনে, আপনার পথ-পানে,
যাও চলি, অবহেলি' মায়া-প্রলোভন ;
বিবেক-কৃপাণে কাটি' সংসার-বন্ধন।
সান্ত্বনা অভয়-বাণী, দিতেছি তোমায় আমি,
যাও বৎস, যাও গৃহে নাহি কোন ভয় ;
নব-জীবন-প্রভাবে, ললিত মধুর রাবে,
তোল তান—ভক্তি-গান, মাতাও সবায় ;
অক্ষয় সুকীর্ত্তি লভ বিশাল-ধরায় !

বীণা-বিনিন্দিত-বাণী কহিতে কহিতে,
জাহ্নবী মিশা'য়ে গেলা জাহ্নবী-জীবনে ;
চিত্রার্পিত স্থির-নেত্রে সবিস্ময়-চিতে,
দাঁড়া'য়ে রহিলা যুবা আপনার মনে।

শঙ্কর-স্তব।

—:o:—

জয় বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, ত্রিলোক-পূজিত,
ত্রিগুণ-অতীত ত্বংহি শিব ;
জয় বিশ্ববিমোহন, মদন-মর্দ্দন,
সত্য সনাতন ত্বংহি ধ্রুব।
জয় নিত্য নিরঞ্জন, অনাদি কারণ,
নিখিল-তারণ দর্পহারী ;
জয় সর্ব্বমূলাধার হে পরাৎপর,
জ্ঞান নির্ব্বিকার ত্রিপুরারি।

জয় চিদানন্দময়, মঙ্গল আলয়,
শান্তি প্রেমময় ত্রিলোচন ;
জয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, কারণ অব্যয়,
নিত্য লীলাময় পঞ্চানন !
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জগত-জীবন,
সন্তাপ-নাশন, গুণাকর ;
জয় পতিত-পাবন, অনাথ-শরণ,
বিপদ-বারণ মহেশ্বর !
জয় শশাঙ্কশেখর, পিণাকি শঙ্কর,
অনন্ত-ঈশ্বর নমঃ নমঃ ;
ওহে করুণা-নিধান, কর শান্তি দান,
নাশি' অহংজ্ঞান তমঃ মম !

সুন্দর।

জগতের সকলই সুন্দর. প্রেমিক-নয়নে,
নাহি মন্দ কণামাত্র কিছু অনন্ত-সৃজনে!
অতি ঘৃণা করি মোরা যায় মনের বিকারে;
সে যে দেয় আনন্দ-অন্তরে আলিঙ্গন তারে!
প্রেম-চক্ষে সমভাবে যেই দেখে সমুদায়ে,
আত্ম-পর-ভেদ-জ্ঞান ভুলি' বিবেক-সহায়ে,—
মহান্ ত সেই মহাজন ধরিত্রী মাঝারে,
তাঁর কাছে সকলি সুন্দর অসীম সংসারে
ক্ষুদ্র-চেতা হেরে নিজমত সকলি কুরূপ,
ধরা কিন্তু অনন্ত-সুন্দর আলয়-স্বরূপ!

ভিক্ষুকের অভিমান।

—:o:—

বিশাল সংসার-মাঝে ধূলি-কণা তুমি,
চরণে দলন-হেতু জনম তোমার ;
মানস-নয়নে হের বিশ্ব-কর্ম্ম-ভূমি,
কর্ম্ম-যোগে বদ্ধ এই সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।

কর্ম্মহীন তুমি নর, মানব-জগতে,
অলস নিশ্চেষ্ট সদা উদাসীন প্রায় ;
প্রতিপদে পর-মুখ ভাব বিধিমতে,
লাঞ্ছনায় তবে কেন কর হায় হায় ?

ল'ভেছ মাটীর দেহ মাটীতে মিশাও,
বিষাদে বিরলে কাঁদ মরম-ব্যথায় ;
গৌরব-জগত হ'তে হও রে উধাও,
আত্মাদর কর সার কল্পনা-গাথায় !

পরের সম্ভ্রম মান বিদ্যা বুদ্ধি দান,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রতিপত্তি তেজস্বিতা হেরি ;
অধীর হ'ওনা কভু হিংসায়, অজ্ঞান !
তুমি মাত্র তাহাদের কৃপার ভিখারি !

বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাহিক তোমার,
ভিক্ষাই সম্বল ভবে উঠিতে বসিতে ;
ছিছি ছিছি ! তবু কেন এত অহঙ্কার,
মনে ভাব 'একজন' তুমি অবনীতে !

পরের আদেশ-ভার পার না সহিতে,
একটু কথার ফেরে ভেঙ্গে যায় বুক ;
অভিমানে ম'রে যাও নীরব ভাষাতে,
অথচ পরের 'পরে তব সুখ দুঃখ।

রে বাতুল ! একি তোর বৃথা অভিমান,
হা ধিক্ ! অসার গর্ব্ব অন্তর-নিহিত ;
রাবণের চিতা বুকে ল'য়ে রে অজ্ঞান,
চিরদিন দুরাশার কর প্রায়শ্চিত !

মা-নাম।

পীযূষ-পূরিত এই স্বরগীয় বাণী,
শান্তিময় মধুমাখা পবিত্র শীতল ;
সুন্দর বিচিত্র অতি কিবা সুকোমল,
'মা—মা'-রবে ডাকে অনন্ত পরাণী।

আছে হেন বহু কথা অসীম সংসারে,
যাহা লাগি' সুশীতল হয় প্রাণ মন ;
সঙ্গীত-লহরী মানি অমূল্য-রতন—,
বটে,; কিন্তু 'মা' তুলনা(য়) সকলই হারে

দুর্ব্বিষহ ব্যাধি যবে করে আক্রমণ,
বিপদ অশান্তি আসি' করে অধিকার ;
চিন্তার বিষম-স্রোতে মানস-বিকার,
'মা'-ঔষধি সেই কালে করে পরিত্রাণ।

অত্যাচারী-প্রপীড়নে যম-যাতনায়,
আত্মগ্লানি-হুতাশন পাপ-বিভীষিকা,

ছিঁড়ে যবে হৃদয়ের বন্ধন-লতিকা,
'মা'-নাম প্রভাবে সব যায় সে সময়।

অনাহারে পথশ্রমে ক্লান্ত কলেবর,
নিদাঘ-মার্ত্তণ্ড-প্রভা তাহাতে আবার,
হৃদয়-শোণিত যবে শোষে অনিবার,
'মা'-রব সে দুঃসময়ে রাখয়ে জীবন।

বিপদে সম্পদে দুঃখে সকল সময়ে,
রোগী ভোগী জরাজীর্ণ ধনী সুখিজন ;
পাপী তাপী পুণ্যবান সাধক-জীবন,
'মা'-নামে অতুল সুখ সবার মিলয়ে।

স্নিগ্ধ সুকোমল অতি পবিত্র মধুর,
অনন্ত অব্যক্ত-ভাব আছে লুক্কায়িত ;
যাহা লাগি' শোক তাপ হয় বিদূরিত,
সেই সে স্বর্গীয় রব 'মা'-বাণী সুন্দর !

হেন গালভরা কথা আছে কিবা আর,
'মা'-নাম সুধাময় মরি চমৎকার!
'মা'-নাম যদি না, হায়! থাকিত ধরায়,
না জানি কি হ'ত দশা জীব-সম্প্রদায়।

এ হেন মধুর-নামে বঞ্চিত যে জন,
তা'র সম হতভাগ্য কে আছে তেমন?
নমি সেই আদিদেব-পদে অনিবার,
'মা'-নাম করিলা যিনি ভুবনে প্রচার।

—:o:—

পিতা।

বিরাট ঈশ্বর-মূর্ত্তি দৃশ্যমান-ভবে,
জলে স্থলে মহাশূন্যে সদা বিদ্যমান;
শরীরী ঈশ্বর কিন্তু পিতা বিনা কবে
কে কোথায় দেখিয়াছে, ল'য়ে স্বল্প জ্ঞান!

মহাগুরু পিতৃদেব প্রেম-অবতার,
ধাতার সৃষ্টির তরে ধরায় উদয় ;
তারিতে অধম সুতে—স্নেহ-মমতার
ধরে মন্দাকিনী-ধারা, পিতার হৃদয় !

দুর্লভ মানব-জন্ম যাঁহার কৃপায়,
ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যাঁ' হ'তে হেরিনু,
নমি সেই স্বর্গবাসী মহাগুরু-পায় ;
জীবনে মরণে যেন সদা রহে মনে,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহিপরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"।

কোথা ভাই।

কোথা ভাই, কোথা তুমি, আছ কোন্ দেশে রে!
বারেক রে দেখা দাও, বারেক রে কথা কও,
বারেক সে চাঁদ-মুখে 'দাদা' ব'লে ডাক রে!

বহুদিন দেখি নাই, তোর বিধু-মুখ ভাই,
বহুদিন শুনি নাই মধু-মাখা-কথা রে !
হেসে হেসে একবার, গলা ধর রে আমার,
সরল সে আবদার বার বার কর রে !
পলে পলে মরিতেছি, তো বিহনে সহিতেছি
দারুণ স্মৃতির শেল,—প্রাণে বড় বাজে রে !
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়িয়াছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেছে,
রাবণের চিতা বুকে আর ত সহে না রে !
তোর সে মোহন-মূর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্র সম দীপ্তি,
সদাই জাগিছে মোর বিকল অন্তরে রে !
ভ্রাতৃ-প্রেম কি যে ধন, বুঝিতেছি অনুক্ষণ,
তোমারে হারায়ে ভাই, চিরদিন তরে রে !
ভাই-হারা অভাগার জীয়ন্তে সমাধি রে !!

-:o:-

শ্মশান।

প্রশান্ত গম্ভীর স্থির বিজন শ্মশান,
অনন্ত-কালের সাক্ষী পবিত্র মহান্ !
প্রেম-শিক্ষাদাতা-বন্ধু মুক্তির সোপান,
তুমি সত্য, নিত্য, ধ্রুব, বিজয়-নিশান !
পাপ-দর্প-খর্ব্ব-কারী সত্যের বিকাশ,
তোমার মাহাত্ম্যে হয় ধর্ম্মের প্রকাশ !
চির-শান্তি সাম্য-নীতি ভুবন বিদিত,
'অনিত্য-সংসার'-শিক্ষা তোমাতে নিহিত
আদিগুরু, মহাগুরু, নমি তব পায়,
হে শ্মশান ! কর ত্রাণ, বন্ধন-কারায় !

কবিতা।

নমি দেবি বীণাপাণি! কবিতা-রূপিণি!
পরম-আরাধ্যা তুমি কবির জীবন;
জ্ঞানদা মঙ্গলময়ি শান্তি-প্রদায়িনি,
আলোময়ী আলো কর সাহিত্য-ভুবন!

কাব্য-রস-পানে-মত্ত ভাবুক সুজনে,
ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান-পথ দেখাও মা তুমি;
কঠোরতা—নির্ম্মমতা তোমার সেবনে,
যায় দূরে বিষয়ীর তমঃ-গুণ 'আমি'!

জীবনে মরণে মাগো, এই ভিক্ষা মাগি,
তব পদে মতি যেন রহে অনুক্ষণ;
নশ্বর-সৌন্দর্য্যে নাহি হই অনুরাগী,
তোমার সেবায় যেন যাপি মা জীবন!

কল্পনা-আবাহন।

—:o:—

আয় লো কল্পনা-সখি, হৃদয়ে আমার !
তোমারি কৃপায় সতি, গায়িব কবিতা-গীতি,
ভাবময়ী—প্রেমময়ী দেবী প্রতিমার ;
ভজিব—পূজিব তাঁয়, ভক্তি-ফুল দিয়ে পায়,
বড় সাধ দিব তাঁরে প্রেম-উপহার !
আয় সখি ত্বরা করি', ভাবময়ী মূর্ত্তি ধরি',
সৌন্দর্য্যের ডালা ল'য়ে এস সুহাসিনি ;
ভাষা-রাণী ল'য়ে সনে উদয় হও লো মনে,
আলো কর লীলা-ভূমি খেলি আমোদিনি !
লাগে ভাল যা'র ভাল, সে বিচারে নাহি ফল,
দেখিব মোরা কেবল প্রাণের মিলন ;
আপনা বঞ্চিয়ে যেন, অসত্যে না যায় মন,
স্বভাব-অভাব নাহি হয় কদাচন।

জীবন-সঙ্গিনী তুমি, এস আনন্দদায়িনি,
শান্ত কর মহাপ্রাণী—শ্রান্ত ভব-রণে ;
তোমার কৃপায় সতি, ভুলিব সে দুঃখ-স্মৃতি,
গায়িব কবিতা-গীতি দেবী প্রতিমার ;
আয় লো কল্পনা-সখি, হৃদয়ে আমার !

বলিহারী আমি !

—:o:—

অনন্ত হে, কি মহিমা বুঝিতে না পারি,
এ ঘোর রহস্য ভেদ করিবারে হারি !
অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাব, 'আমি আমি' এই রাব,
অসীম অনন্ত-ব্যাপী অনন্ত সংসারে ;
ক্ষুদ্র কীট অণু হ'তে, পশু পক্ষী তরু সাথে
স্থাবর জঙ্গম আদি বিশ্ব চরাচরে।

নর নারী সমুদয়,   'আমি আমি' সর্ব্বময়,
সুন্দর বিচিত্র কিবা আহা মরি মরি !
অকূলে পড়ি যে ভ্রমে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে ক্রমে,
'আমি আমি' এই ভাবে উন্মত্ত হইয়ে;
যত ভাবি, তত দূরে, যাই পিছাইয়ে।
আমি যদি সর্ব্বময়,   এ নিখিল সমুদয়,
তবে সে কেমন 'আমি' বুঝিতে না পারি,
সে কারণে বলি তাই বাহবা বা—আমি!
আমি গ্রাহী আমি দাতা, আমি বক্তা আমি শ্রোতা,
আমি রূপ, আমি গুণ, ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে;
আছি আমি প্রবৃত্তি যে, আমি পুনঃ নিবৃত্তি সে,
নাহিক ব্যত্যয় কভু তিলেকের তরে।
আমি পুণ্য, আমি পাপ, মায়া মোহ শোক তাপ,
মন বুদ্ধি চিত্ত তম ইন্দ্রিয়-নিচয়;
যোগ তপ আরাধনা,   প্রেম ভক্তি উপাসনা,
সগুণ নির্গুণ আদি সত্য জ্ঞানময়।

আমি রোগী আমি ভোগী, সূক্ষ্ম স্থূল সর্ব্বত্যাগী,
আমি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অদ্বৈত-কাহিনী;
আমা ভিন্ন কিছু নাই, এ জগতে কোন ঠাঁই,
অতি সত্য—ধ্রুব ইহা মহাজন-বাণী,
তাই ভেবে মরি সদা কেমন বা—আমি!

কিন্তু এবে এক কথা, আমি যদি যথা তথা,
তবে কেন হই ক্ষুদ্র অবহেলা করি'?
আমি যদি চিদানন্দ, তবে কেন নিরানন্দ
বিষাদিত ক্ষুণ্ণ-মনে কাটাই জীবন?
আমি যদি একমাত্র, তবে কেন ভিন্ন-পাত্র
ভেবে, ক'রে থাকি সদা অশেষ পীড়ন?
তাই বলি লীলাময়, অনন্ত জগদাশ্রয়,
কি ভাবে ঘুরাও চক্র, জান ওহে তুমি,
(আর) ভাবি আমি এই ভাবে কেমন বা আমি!
কি ঘোর সমস্যা এ যে বুঝিতে না পারি!

আছি স্থির একভাবে, রহিব সমভাবে
পূর্ব্ব হ'তে আমি মাত্র অনাদি সময়ে ;
অনন্ত—অনন্তময়, একভাবে সমুদয়,
আছি এক—একরূপে অনন্ত মিশা'য়ে !
সুন্দর আমিত্ব-ভাব কিরূপ না জানি,
পুনঃ বলি সেই হেতু কেমন বা—আমি !

মতান্তরে নহি আমি কিছুই সংসারে !—
একি পুনঃ লীলাময়, আমি যদি কিছু নয়,
তবে বা কেমন আমি বুঝিতে না পারি ;
এ নিখিল চরাচরে, জীব জন্তু নারী নরে,
চেতন বা অচেতন যা' কিছু সবারি।
অনল অনিলময়, অচল বিটপিচয়
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা অনন্ত প্রকৃতি ;
তরু লতা বন ফুল, নদ নদী উপকূল ;
পিতা মাতা দারা ছায়া সন্তান সন্ততি !

কেহ নাহিক আমার, আমিও নহি কাহার,—
ব্রহ্মচারী, গৃহী কিম্বা বিরাগী সন্ন্যাসী ;
আমি চির আত্মময়, চিৎরূপী সমুদয়,
আছি সর্ব্বে বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত উদাসী,
নিষ্কাম অনন্তরূপে বিহীন প্রয়াসী !

অপার অদ্ভুত ভাব কেমনে বুঝিব !
অনন্ত হে তব তত্ত্ব কিরূপে পাইব !
ধন্য হে অব্যক্তরূপী বিশ্ব-অন্তর্যামী !
মরি মরি কি সুন্দর, বাহবা—বা আমি ! ! !

গান।

—:o:—

সুর ব্রহ্ম, সুর বিষ্ণু, সুর সদাশিব,
সুর শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, সুরে বাঁধা জীব

সুর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সুর বিশ্ব-প্রাণ ;
সুরে সুরে ভরপুর, বিশাল ধরাখান।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যোগ, তপ, দান ;
সুরে সিদ্ধ সর্ব্ব দ্রব্য— ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান।
পুণ্য, পাপ, শান্তি, তাপ, শিষ্ট দুষ্টজন ;
সুরে সাম্য একাকার, প্রেমের বন্ধন।
রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ সুদূর বিমানে,
অবিরাম উঠে সুর সুমধুর তানে।
সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম— পুরুষ-প্রকৃতি,
একাধারে এই সুরে, বেদান্তে বিবৃতি।
হেন সুরে ভক্তিভরে করি প্রণিপাত,
গেয়ে গান, ত্যেজি প্রাণ, যেন জগন্নাথ !

শিশুর হাসি।

—:o:—

নিষ্কলঙ্ক সুবিমল শিশুর অধরে,
স্বর্গের সুষমা যেন ফুটে অবিরাম ;
মন্দাকিনী-ধারা বহে কুলু-কুলু স্বরে,
চুম্বনে অধর-সুধা করে সবে পান।

মায়াময় এই ছার মাটীর সংসারে,
আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সবে মৃতপ্রায় ;
এ হেন অপূর্ব্ব শোভা তাহারি মাঝারে,
হ'য়েছে সৃজিত ধ্রুব, ঈশ-করুণায়।

শিখাইতে প্রেম-ধর্ম্ম ভালবাসা জীবে,
মূর্ত্তিমতী সরলতা সৌন্দর্য্য অপার ;
বলি'ছে ইঙ্গিতে যেন—"কতই সহিবে,
মায়া জীব! মায়া ওরে, কর পরিহার"!

হাস শিশু, হাস তবে, হাস প্রাণ খুলে,
হাসির লহরী-সুধা তোল অনিবার ;
কপটতা-ছবি লোপ হ'য়ে ধরা-মূলে,
দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, হোক অলঙ্কার।
স্বর্গভ্রষ্ট দেব-শিশু, যাও ঘরে ঘরে,
বিশ্ব-প্রেম ঢেলে দাও হৃদয়ে সবার ;
হিংসা দ্বেষ পুড়ে ছাই হোক তোরে হেরে,
শান্তির আশ্রম হোক বিশাল সংসার।

ফুল।

—:o:—

ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মরি কি সুন্দর !—
হে ফুল ! কাহার তরে, ফুটিয়াছ ফুল্লভরে,
সুবাসিত প্রীতিপূর্ণ স্তবকে স্তবকে ;

দশদিশি করি' আলো, হাস কেন অবিরল,
মনের আনন্দে খেল' পলকে পলকে ?
কাহার উদ্দেশে তুমি, উজলিয়ে বন-ভূমি,
নাচিছ সমীর-ভরে মনের হরষে ;
কভু বা নোঙায়ে শির, কার তরে হও স্থির,
যোগমগ্ন-যোগীশ্বর, হর-নির্ব্বিশেষে ?
প্রেমিক পবিত্র তুমি, মূঢ় অভাজন আমি,
স্বর্গ মর্ত্ত বহুদূর—প্রভেদ বিস্তর ;
বিশ্বের দেবতা যিনি, তাঁহার চরণ কিনি',
তুমি ফুল, হইয়াছ ধরায় অমর !
কত কোটী পুণ্যফলে, দেবের দর্শন মিলে,
তুমি কিন্তু সদা তাঁর প্রীতির ভাজন ;
এমন সৌভাগ্য কা'র, জগতে হে আছে আর
ধন্য ফুল, ধন্য তুমি ভুবন-মোহন !
কে আছে হে হেন তাপী, কঠোর নিঠুর পাপী,
না জুড়ায় প্রাণ যা'র হেরিলে তোমায় ;

মনের কালিমা দূরে, নাহি যায় ক্ষণতরে,
এ হেন কে হতভাগ্য আছে রে ধরায় ?
তুমি বন্ধু, গুরু মম, প্রেম শিক্ষা অনুক্ষণ,
দেহ এ অধম শিষ্যে, হে প্রেমিক ফুল !
তোমার মতন যেন, দেবের সেবায় প্রাণ,
উৎসর্গ করিতে পারি, না হ'য়ে আকুল।
বিপদ কণ্টকাঘাতে, অচঞ্চল স্থির চিতে,
জীবনের লক্ষ্যপথে করি হে গমন ;
ফুটিয়া বিজন স্থানে, গুণের সৌরভ দানে,
জগতের হিত কার্য্য করি হে সাধন !
হে ফুল, তোমার কাছে এই আকিঞ্চন !

চোর ।

—:o:—

কি জানি কোথায়, পরাণ আমার
সহসা হারায়ে যায়,
কাহারে জিজ্ঞাসি, কে দিবে বলিয়া,
কেমনে মিলিবে তায় ?
যে কেহ রাখিবে, ফিরিয়া সে দিবে,
অশান্ত পরাণ মোর,
তাহারে বাঁধিতে জগতে নাহিক
তেমন কঠিন ডোর !
জনম অবধি রূপের ভিখারী,
চির পিপাসিত প্রাণ,
যেথা সে রূপের, বিমল বিকাশ,
সেথা তার অধিষ্ঠান !

রূপ সে দেবতা, রূপ সে ধরম,
রূপ সে পরম প্রীতি,
চাহি গো চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন,
রূপ সে স্বরগ-স্মৃতি!
বুঝি বা কোথায় রূপের মাঝারে,
ভিখারী পরাণ মোর,
চির তৃষা তার, করিতেছে দূর,
রূপের ধেয়ানে ভোর!
চন্দ্রমা তারকা, গগনে বিরাজে,
উথলে রূপের হাসি,
জোছনা মিশিছে তটিনীর বুকে,
উছলে তরঙ্গরাশি।
বায়ু ব'হে যায়, সৌরভ-আকুল,
কুসুমে ছেয়েছে দিক্,
সেই বাঁধা সুরে মিশিছে পঞ্চম,
পুলকে কুহরে পিক্!

প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতী বহে,
—মৃদু মৃদু ঢেউ গুলি,
তটভাগে তার, পর্ব্বত দাঁড়ায়ে
উন্নত মস্তক তুলি'।
জ্ঞান পদতলে যেন বা বহিছে,
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা,
মধুর ভঙ্গিমা, সে রূপ হেরিয়া,
হ'য়েছে আপনা-হারা!
ওই যে অশোক, স্তবকে নমিত,
লতিকা জড়ায়ে বুকে;
ও রূপের মাঝে, যৌবন ফুটিছে,
রক্তিমা শোভিছে মুখে!
আজি যে আঁধার গভীর আঁধার
আকাশ মেঘেতে ঢাকা,
তবু এ আঁধারে— আঁধারের রূপ,
উজ্জলে মধুর আঁকা!

রূপ কোথা নাই এ বিশ্ব মাঝারে ?
সর্ব্বত্র রূপের জ্যোতি,
যাহা কিছু হেরি, তার মাঝে রূপ,
নির্ম্মল রূপের দ্যুতি !
অন্যের আশ্রয়ে রূপের বিকাশ,
নিজে সে আকারহীন,
সাগরে ভূধরে, সর্ব্বত্র সমান
কেহ নহে রূপহীন !
এ বিশ্ব সংসার রূপেতে উজ্জ্বল
উল্লাসে আপনা-হারা,
এ রূপের মাঝে কোথা সে আমার
পরাণ পাগল পারা ?
অনন্তের মাঝে কোথা গো মিলিবে
এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর,
কাহারে ধরিব, কে দিবে গো ধরা,
কেবা সে পরাণ-চোর !

হৃদয় সরসে একটি কমল
আজিও ফুটিতে বাকি,
মাধুরী মণ্ডিত মুখখানি তার
আবেশ-বিভোল আঁখি !
বুঝি বা নির্ম্মল জোছনা ছানিয়া,
গঠিত অতুল দেহ,
সে রূপ-মন্দিরে ক্ষুদ্র হৃদিটুকু
তাহাতে অপার স্নেহ !
তার হাসিমাঝে দেখিবারে পাই
রূপের উজ্জ্বল বিভা,
পরাণ আমার সে রূপ ধেয়ানে
মগন হ'য়েছে কিবা !
ক্ষুদ্র সে বালিকা রূপের প্রতিমা
হাসিয়ে পলায়ে যায়,—
"তোমার পরাণ কে ক'রেছে চুরি
আমি ত জানিনা তায় !"

খেলা-শ্রান্ত দেহ   প'ড়েছে এলায়ে,
ঘুমায় রূপসী বালা,
অধরের হাসি,   নিবেও নিবেনি
বুকে কাঁপে ফুল-মালা !
হৃদয়ে তুলিতে   ভাঙ্গিল না ঘুম,
জাগিলে দিবে না ধরা ;
সুধার অধরে.   একটি চুম্বন !—
অধর অমৃতে ভরা !
একটি চুম্বনে   মোহ সে টুটিল,
ফুটিল অধরে হাসি,
বসন্ত পরশে   যেন বা ফুটিল,
কাননে কুসুম রাশি !
সেই হাসি মাঝে,   লুকায়ে রেখেছে,
হারান' পরাণ মোর,
হৃদয়ে বাঁধিয়া,   চোরেরে জিজ্ঞাসি,
"তুমি সে পরাণ চোর ?"

উপহার।

(কোন নব-বিবাহিত বন্ধুর প্রতি)

—:o;—

সংসার কর্ম্মভূমি, পরীক্ষার স্থান!
জান না কি তুমি ভাই, কর্ম্ম বিনা গতি নাই,
কর্ম্মই যোগের সার—অনন্ত মহান্,
নর-জন্ম নহে শুধু বিষাদের গান।
কর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর", "কর্ম্ম ব্রহ্ম পরাৎপর,"
শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল বলে;
তবে কেন তুমি সখে, উদাস পরাণে থেকে,
আত্মতত্ত্ব বিস্মরণ হও অবহেলে?
লক্ষ্যভ্রষ্ট—দিশাহারা, যেন রে পাগল-পারা,
শূন্য প্রাণে—শূন্য মনে ছিলে এত দিন;
মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে, শত বজ্র বুকে ধ'রে
অবিরাম যুঝে তনু হইয়াছে ক্ষীণ।

যা' হ'বার হ'য়ে গেছে, আর-সে ভাবনা মিছে,
ভুলে যাও পূর্ব্ব-স্মৃতি—সুখ-দুখ-গান ;
নব মনে—নব প্রাণে, এ সংসার কর্ম্মভূমে,
কর্ম্ম কর, কর্ম্মে পাবে ভক্ত ভগবান্ !
হের আজি আঁখি খুলে, আঁধার গিয়াছে চলে,
ফুল্ল প্রাণে শোভে সেই শ্যামলা-মেদিনী ;
সেই চাঁদ—সেই রবি, সেই তারকার ছবি,
প্রকৃতির প্রতিকৃতি আছে হে তেমনি ।
ফুল্ল চাঁদ নভোদেশে, হৃদি-চাঁদ বাম-পাশে,
কারে ফেলে কারে দেখি—আনন্দ-মিলন !
প্রাণ খুলে হাস সুখে, হাস দোঁহে চাঁদ মুখে,
দুই আত্মা এক হোক প্রেমের বন্ধন !
শঙ্খ হুলু-ধ্বনি-রোল, বাজিছে বাঁশরী-ঢোল,
প্রীতি-মন্দাকিনী-স্রোত বহে কুলু-কুলু ;
অপূর্ব্ব-বাসর-শোভা, মরি কিবা মনোলোভা,
মধুর-মিলন-আঁখি প্রেমে ঢুলু ঢুলু !

আশীর্ব্বাদ করি, দোঁহে থাক মন-সুখে,
ধর্ম্মে রেখো সদা মতি, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রীতি,
মোহিনী মোহের ছলে প'ড়ো না বিপাকে;
"কর্ম্ম" কর, অদৃষ্টেতে যা' থাকে তা' থাকে!

সমর্পণ। *

—:o:—

দেবি!
আসিয়াছি পূজিবার আশে।—
আন্দোলিত বিক্ষোভিত, প্রাণ মোর উচ্ছ্বসিত,
শান্ত হ'বে তোমার পরশে।
হের এ নয়নে ভরা, পবিত্র জাহ্নবী ধারা,
ধৌত যাহে হৃদয়-শ্মশান;
এস এ হৃদয় পুরে, এ আসন তব তরে,
এস, চির প্রফুল্ল-বয়ান!

রাজরাজেশ্বরী-বেশে, এস দেবি, মৃদু হেসে,
বুকে রাখি ও রাঙ্গা চরণ !
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
ধ্যান-মগ্ন,—না চাহি চেতন !
যদি বা তোমার ধ্যানে, যদি বা তোমারি গানে,
শত জন্ম পলকে পলায়,
যদি বা প্রলয়ে ধরা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
চিরতরে শূন্যেতে মিলায় ;—
আমি না সে ডর মানি, অক্ষয় অমর আমি,
লভিয়াছি অমৃত-আস্বাদ ;
ও মধুর বীণাতানে. যে সুর বাজিবে প্রাণে,
শান্ত হবে পরাণ উন্মাদ !

দেবি ! পূরাতে হইবে আশ—
ও চরণ-পরশনে, প্রেমমূর্ত্তি-দরশনে,
জুড়াইব হৃদয়-হুতাশ।

সিন্ধুর উচ্ছ্বাস বুকে, তবুও মনের সুখে,
চাহি আজ পূজিতে চরণ ;
একান্ত কঠিন রণ, পরাজয় আজীবন,
বেঁচে আছি—এ যে গো মরণ !
আশার উল্লাসে তাই, তোমাতে মিশাতে চাই,
অতি ক্ষুদ্র যা' আছে আমার ;
অনন্ত সমুদ্রবুকে, ক্ষুদ্র নদ মহাসুখে,
সমর্পিবে সর্ব্বস্ব তাহার !
মজি ও মধুর গানে, চাহিয়া চরণ পানে,
ভুলে থাকি নিখিল সংসার ;
ও প্রতিমা বুকে ধরি, ওই রূপ-ধ্যানে ভরি,
পান করি অমিয় অপার !
নিমেষ-নিহত আঁখি, নিয়ত চাহিয়া থাকি,
আত্মহারা তোমা নিরখিয়া !
লহ গো চরণতলে, ধৌত হৃদি আঁখি জলে,
—শান্ত হো'ক্ উদ্বেলিত হিয়া !

পূজার ছবি।

—:o:—

প্রথম উল্লাস।

বর্‌ষা গেলো শরৎ এলো
মোহন শোভা ধরি' ;
মেঘের কোলে মাণিক জ্বলে
দিক্ আলো করি'।
আকাশ ডাকে থেকে থেকে
জলের দেখা নাই ;
শূন্য কুম্ভ যেমন বাজে
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝাঁই !
তপন-তাপে জগৎ কাঁপে
'গ্রীষ্ম' মানে হার ;
ভোরের বেলা শীতের আমেজ
দেয় দেখা সবার।

ফুলের শোভা মানস-লোভা
ক্ষেতের শোভা কিম্বা ;—
চক্ষু জুড়ায় ভুবন ভুলায়
সবুজ গাল্‌চের আভা।
রূপের ডালি মাথায় নিয়ে
স্বভাব-সতী হাসে ;
সে হাসিতে জগৎ হাসে
সুখ্‌-সলিলে ভাসে।

দ্বিতীয় উল্লাস।

এমন দিনে শুভক্ষণে
মায়ের আগমন ;
ভক্ত জানে প্রাণে প্রাণে
সে সুখ কেমন।
(এ যে) বল্‌তে নারি বুঝ্‌তে পারি
ভক্তি-তত্ত্ব-কথা ;

মায়ের স্তনে সাধ পেয়েছি
(যা) মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
(সেই) মহামায়া শিব-জায়া
শক্তি-স্বরূপিণী;
আসিছেন এ বঙ্গভূমে
আনন্দ-দায়িনী।
দশভূজা দাক্ষায়ণী
দীন-দুঃখীর গতি;
ভক্ত সুতের সাধ মিটা'তে
মর্ত্তে অবস্থিতি।
উদ্বোধনে আবাহনে
বঙ্গ মাতোয়ারা;
রোগ-শোক-তাপ ভুলে গিয়ে
সবাই আপন-হারা।
উৎসব এমন ভাই
কোন্ দেশে আর আছে;

মহাপ্রাণী নাচ্‌তে থাকে
সদাই মায়ের কাছে।
হিঁদুর বংশে জন্ম নিয়ে
ধন্য মোরা ভাই;
(তাই) এমন মায়ের— মহামায়ের
চরণ পূজ্‌তে পাই।

—০—

তৃতীয় উল্লাস।

ধূম প'ড়েছে চারি দিকে
পূজোর-বাজার কিবা;
বাহার দিয়ে দোকান শোভে
এখন নিশি দিবা।
মহানগরী লোকারণ্য
জম্‌জমা কেমন;—
নানা দেশের নানা রকম
জিনিস সুশোভন।

রাঙা নীলে রঙন-ফুলে
জরদা-উলের কাজ ;
ওড়্না-সাড়ী ঢাকাই ঢেঁড়ী
কলকা-কল্মীর সাজ।

মনোহারী দোকান গুলো
চোক্ ঝল্সে দেয় ;
গরীব-গুর্বো নিশ্বাস ফেলে
নীরবে গোঁয়ায়।

বড়মানুষ বাবু-ভায়ের
এখন 'পোয়াবারো' ;
দু'শ রগড় লোটেন সুখে
তক্কা রাখেন্ না কারো।

আনন্দ- বাজারে বহে
আনন্দের ঢেউ ;
যে যেমন তার তেম্নি আমোদ
বঞ্চিৎ নহে কেউ।

আনন্দময়ী মা । শিবে
আনন্দরূপিণী;
বিলাও আনন্দ-প্রেম
বঙ্গেতে জননী !
চিরদিন মা ! এম্‌নি যেন
আনন্দে যায় ব'য়ে ;—
হেসে খেলে নেচে গেয়ে
তোমারি নাম লয়ে !

চতুর্থ উল্লাস।

সিঁদেল চোরের বাড়াবাড়ি
এমন দিনে বড় ;
হরেক রকম লোকের হিড়িক
যেথায় জিনিস জড়।

ব্যবসাদারী দোকানদারী
তাও সওয়া যায় ;
দিন-দুপুরে রাহাজানি
এ বড় বালাই।
তর-বেতর রঙিন কাগজ
ছাপার আখর তায় ;
ছন্দে বন্ধে নানা রতন
যশোগীতি গায়।
ঘুড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি
হীরের আংটী চেন ;
এক টাকায় দের' বলে
সোণার চস্‌মা পেন !
কোন রতন সাধুর মত
নিষ্কাম ভাবে কহে,—
"মাশুল দিলে দিব আমি
বেদ-চতুষ্টয়ে !"

হেন মত কত শত
আছেন রতনমণি ;
লোক-ঠকান' ব্যবসা তাঁদের
পূজোয় বিকিকিনী।
সাধু চোরের সমান আসন
চিনে নেওয়া দায় ;
এইটে বড় বিষম ধোঁকা
বিশেষ এ সময়।

পঞ্চম উল্লাস।

উল্লাসে উল্লাস বাড়ে
যেম্‌নি দিন যায় ;
দম্পতি মিলন-সুখে
সময় কাটায়।
বিদেশী প্রবাসী আসে
মনের সুখে ঘরে ;

প্রাণের অধিক প্রিয়জনের
চাঁদ মুখ হ্যারে।
বুলু রঙের কাপড় প'রে
গ্রাম্য কৃষকগণে ;
বাবুর বাড়ীই ঠাকুর দেখে
ছেলে-পিলে সনে।
বাজ্‌ছে বাঁশী সানাই কাঁসী
ঢাক ঢোল গম্ভীরে ;
কাঙালী ভিখিরী-দল
কিল-মিল করে।
ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে
রঙিন পোষাক প'রে ;
যারে তারে "আঙা কাপড়"
দেখায় সোহাগ-ভরে।
নূতন বাস সবাই পরে
আছে যেমন যার ;

'জয় দুর্গা' 'মা দুর্গা' বলে
ভক্ত নায়ে বায় ।
ধূপে দীপে ফুলে গানে
হাস্ছে চারিধার ;
স্বর্গ কোথায়,— এই যে দেখি,
সুখের পারাবার ।
জয় মা আনন্দময়ি,
জগদম্বে, সতি !
চাহ গো মা ! মুখ তুলে
দীন কবি-প্রতি !

কমলা।*

—০—

১

হৃদাসনে বীণাপাণি,
বুকের মাঝে কমলা,
দু'টি বোনে মেলা-মেশা,
চাঁদের পাশে চপলা !

দু'য়ের আলো মিশে গেছে,
প্রাণের মাঝে তাইত আলো,

---

* আমার ভ্রাতৃপুত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলার শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে লিখিত।
জন্ম—২১ শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১,
বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ণ।
অন্নপ্রাশন—৭ই আশ্বিন, ১৩০২, সোমবার।
শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

বীণার শুধু বীণা (ই) আছে,
কে বলে তার সবই ভালো ?

দিনরাত্তির যতন্ ক'রে,
বীণায় নিয়ে আছি সুখে,
পোড়ারমুখী বুঝ্‌ত যদি,
ফুট্‌ত হাসি এই মুখে !

বুঝ্‌ত যদি প্রাণের আশা,
অতৃপ্ত এ ক্ষুধা-তৃষা,
নয়ন তাহার নিরবধি
জলে হ'ত ভাসা-ভাসা !

এম্‌নি হাসি এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি মধুর মুখখানি,
ভুলতে পারি জগৎ খানা,
ভুল্‌তে চাই না বীণাপাণি !

তাইত খেলি বীণার সাথে,
ভুলিয়ে রাখি আপনারে ;
ক্ষুধায় জ্বলে উদর পোড়া,
বীণা আমায় দেখেনা রে !

বর্ষাকালে ভাঙ্গা ঘরে,
ভিজে মরি রাত্রিদিন,
বীণা আমার তাতেই খুসী,
গৃহ যদি অন্নহীন !

বীণা বলে, "আমায় নিয়ে,
খেল্‌বি যদি রাত্রিদিন,
অন্ন কভু জুট্‌বে না রে,
কাঙাল্ র'বি চিরদিন !"

শোন্ দেখি মা বচন তার,
আদরের কি প্রতিদান্,

আমি মরি পেটের জ্বালায়,
মেয়ের আমার বীণায় তান্ !

বীণা বড় নিঠুর মেয়ে,
রহস্য তার বুঝি না,
তবু তারে ভালবাসি,
ছেড়ে থাক্‌তে পারি না !

তারে শুধু ভালবাসি,
তাই বুঝিরে এতই দুখ,
কমলা তুই লক্ষ্মী মোদের
লক্ষ্মী দিবেন কতই সুখ !

লক্ষ্মী যদি এলি ঘরে,
আয় মা তোরে কোলে করি ;
বীণার সাথে তোরে (ও) মা,
ভালবাসি হৃদয় ভরি' !

২

আয় কমলা, আয় রে বাছা,
নেচে নেচে বুকে আয় ;
এই ভাঙা ঘরে চাঁদের হাসি,
যেম্‌নি মধুর শোভা পায় !
বর্ষাকালে, নদীর মতন,
উছলে উঠে আয় দেখি রে,
দেখি যদি পিছনে তোর,
লুপ্ত গরব আস্‌ছে ফিরে !
বল্‌ দেখি রে হাসিমুখে,
হাসিমুখী মা আমার,
কি এনেছিস্‌ সঙ্গে ক'রে,
কত সুখ উপহার!
চাঁদের হাসি চুরি ক'রে,
এম্‌নি কিরে হাস্‌তে হয়!

চোরা জিনিস নিব না ত—
প্রাণে আমার নাই কি ভয় ?

কে তুই মা উষার আলো,
লক্ষ্মী আমার কাঙ্গাল ঘরে ?
কোথা হ'তে বল্ মা এলি,
বস্‌লি উঠে বুকের 'পরে!

কচি মুখে হাসির রাশি,
স্নেহের আলো জাগ্‌ছে বুকে ;
চোখের মাঝে স্বপন খেলে,
অফুট ভাষা ফুট্‌ছে মুখে!

কচি চুলে মধুর শোভা,
ছোট ছোট হাত দু'খানি,
ধেই ধেই ধেই নেচে নেচে
আয় রে মেয়ে শোভারাণী !

বেঁচে থাক্ মা সুখের মাঝে,
হৃদয় রাখিস্ আলো ক'রে,
চেয়ে মা তোর মুখের পানে
আশীষ করি প্রীতিভরে।

বিদায়।

—০—

ভুলে যদি থাক সুখে, ভুলে যাও ভুলে যাও,
হৃদয়ে রেখ' না আর, স্মৃতি মোর ভুলে যাও!
চেও না ও আঁখি তুলে, তুল না অতীত কথা,
সকলি স্বপন সেত, তার তরে কেন ব্যথা?
শৈশবের সেই খেলা, সেই হাসি, সেই গান,
কত ছোট দীর্ঘশ্বাস, কতই কোমল প্রাণ!—
কত কথা, কত সাধ, কত ভাল বাসাবাসি,
কত মধু আলিঙ্গন, কত চুমা রাশি রাশি!

ভুলে যাও সেই সব, অতীত পুরাণ দিন,
কভু মনে রেখ' নাক, সে দিনের স্মৃতি ক্ষীণ! ১

তুমি আমি কত দূরে, মাঝে কত ব্যবধান,
কেমনে গায়িব তবে, সুখের মিলন গান?
মন প্রাণ ভ'রে শুধু, ভালবাসি দিবানিশি,
কল্পনা-যাতনা নিয়ে তোমাতেই থাকি মিশি!
হৃদয় সর্ব্বস্ব দিয়ে ও প্রতিমা পূজা করি,
আর মোর নাহি কিছু, আছে শুধু আঁখি-বারি!
এত প্রেম ভালবাসা, এত যে আপনা দান,
জানি না গভীর কত, এই পূজা, এই ধ্যান!
তবুও চাবে না ফিরে, তবু তুমি হ'বে পর!
—ভুলে যাও সেও ভাল, কে সহিবে অনাদর! ২

দূর হ'তে তুমি কার শুনেছ বাঁশরী-গান,
কি জানি কাহার ধ্যানে মুগ্ধ তব মন প্রাণ!
কি কাজ জাগায়ে স্মৃতি ছিন্ন যদি স্নেহ-ডোর,

ভুলে গিয়ে ভাল আছ, বুঝিলে না ব্যথা মোর!
সর্ব্বস্ব তোমারে দিয়ে, রেখেছি যে অশ্রুধার,
কনক চরণে আজি এই লও উপহার!
দেখি যদি পড়ে মনে আজীবন-ভালবাসা,
দেখি যদি ফিরে চাও মিটাতে প্রাণের আশা,
না-না-না ল'য়োনা অশ্রু চরণে মুছিয়া ফেল,
ভেব'না কখন মনে আমি ব'লে কেহ ছিল!

তোমার সুখের পথে অশান্তির ছায়া হ'য়ে,
আর আমি দাঁড়াব না, যাই গো বিদায় ল'য়ে।
আর আমি আসিব না, বিস্মৃত অতীত গানে,
জাগাতে দুখের কথা তোমার কোমল প্রাণে।
মুছিলাম এই আঁখি, হৃদয় বাঁধিনু প্রিয়ে,
যাই তবে ভেসে যাই, ভাঙা আশা ভেঙে দিয়ে!
নাহি জানি কোন্ খানে জীবনের অবসান,
নাহি জানি কোন্ খানে শেষ হ'বে দুঃখ-গান!

আর না মুদিনু আঁখি, ভুলে যাও, ভুলে রও,
লইনু বিদায় চির, ভুলে গিয়ে সুখী হও !! ৪

বঙ্কিমচন্দ্র।*

—ঃ০ঃ—

সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে এক সুরে বাঁধা,
জীবনের কোলে হায়, অনন্ত মরণ;—
ছুটিতেছে ধ্রুব-লক্ষ্যে অমর-জীবন,
মরা-বাঁচা এক-ই কথা—অপরূপ বাঁধা! ১

সংসার পশ্চাতে রাখি,—অলঙ্ঘ্য সে গতি,—
অবিরাম কাল-স্রোত ভীমবেগে ধায়,
ব্রহ্মাণ্ডে কাহারো পানে ফিরে নাহি চায়,
বিরাট সংহার-মূর্ত্তি তদুপরি স্থিতি! ২

* সাহিত্য-গুরু শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনোপলক্ষে রচিত।

অদ্রির উপরে অদ্রি শত অদ্রি প্রায়,
কাল-স্রোতে মহাকাল অঙ্গ এলাইয়া,
কত যুগ রহিয়াছে নিস্পন্দ পড়িয়া,
দৃক্‌পাতে ছুনিয়া এসে লোটে সেই পায়! ৩

ঘন-ঘটা বরিষণ প্রলয়ের গান,—
ঝঞ্ঝাবাত—বজ্রপাত নিবিড় আঁধার;
গম্ভীর নির্ঘোষে উঠে সপ্ত পারাবার,
তথাপি অটুট রহে মহাকাল-ধ্যান! ৪

কিন্তু এই ধ্যানভঙ্গ হয় এক দিন,
ধাতার নিয়মে বাধা পড়ে ক্ষণকাল;—
সহসা স্তম্ভিতভাবে উঠি মহাকাল,
প্রীতিভরে প্রতিভায় দেয় আলিঙ্গন! ৫

কোথা মৃত্যু?—প্রতিভার নাহিক মরণ,
প্রকৃতি জাগায়ে রাখে সে মূর্ত্তি সুন্দর;

কীর্ত্তি তার চিরদিন ঘোষে চরাচর,
যত দিন রহে বিশ্বে চন্দ্রমা-তপন! ৬

* * *

কে তুমি হে ভাগ্যবান্, প্রতিভাবিকারী!—
মহাকাল চমকিল দেখিয়া তোমায়!
সার্থক তোমার মৃত্যু, হে বঙ্কিম রায়!
ক্ষণজন্মা, কৃতি-কবি, সৌন্দর্য্য-প্রচারি! ৭

আক্ষেপ।

১

কেন কাঁদি?—বৃথা এ ক্রন্দন!
সারাটা জগৎ ঘুরে, চ'লে যাই অতি দূরে,
কেন হেরি প্রেমের মরণ!

হৃদে জাগে কত আশা, কত সাধ ভালবাসা,
কত ফুলে সাজান বাগান,
প্রেম-মন্দাকিনী-জলে, শত চাঁদ তারা জ্বলে,
শোভা হেরি পাগল পরাণ!
সেই হৃদয়ের মাঝে, তোমার মূরতি রাজে,
প্রেমময়ী নিত্য সুহাসিনী,
তুমি শান্তি, তুমি তৃপ্তি, হৃদয়ে তোমার দীপ্তি,
তুমি সর্ব্ব শুভ প্রদায়িনী।
আমার অসীম আশা, প্রাণপণ ভালবাসা,
তোমা সনে মিশিতে অধীর,
জাগাইয়া তুলে নিতি, নব সুখ, নব প্রীতি,
নিত্য আনে বসন্ত সমীর।
তাই এ উন্মত্ত প্রাণ, নিত্য করে তব ধ্যান,
তুমি ছাড়া কিছু নাহি আর;
ভাল ক'রে ব'লে দাও,— আজি কি বুঝিতে চাও?
সে বিশ্বাসে ভুল হ'লো তার!

এই সাধ, এই তৃষা, এই যে প্রাণের ভাষা,
—এ কি শুধু আমারি কল্পনা?
এই কি বুঝাবে শেষে, ম্লান মুখে মৃদু হেসে,
এ জগৎ দানব-রচনা!
ও প্রতিমা হৃদে ধরি, প্রাণ দিয়া পূজা করি,
কখন চাহিনি প্রতিদান,
আজি কি বুঝিব তবে সে পূজার শেষ হ'বে,
প্রেম যদি হ'ল অবসান!
থাক্ তবে সেই ভালো, নিবাইলে যদি আলো,
কহিও না কোন কথা আর,
আজি এ আঁধারে বসি, কাঁদি যদি দিবানিশি,
তাহাতে কি ক্ষতি আছে কার?
এই যে ঝরিছে আঁখি, এতেও বুঝিবে না কি,
কি যাতনা মরমে আমার!
আজি এ পূর্ণিমা রাতি, কোথা রে চন্দ্রের ভাতি,
কেন হেরি সকলই আঁধার?

তুমি দেবী প্রেমময়ী, নিত্য তুমি স্নেহময়ী,
এই কি গো নিদর্শন তার?
কোথা সে নির্ম্মল হাসি, নয়নে অমৃত রাশি,
বুকে কোথা প্রেম-ফুল-হার?
আঁখিজলে বুঝিলে না, বুকে বাজে কি বেদনা,
বুঝিবে না হৃদয়ের ভাষা,
কাড়িয়া লইলে যাহা, আর না মিলিবে তাহা,
ভাঙা বুকে বৃথা ধরি আশা!

২

বুঝেছি অনেক দিন, প্রেম-ডোর অতি ক্ষীণ,
পলে পলে প্রেমের মরণ,
একান্ত বিশ্বাস তবু, চাহিনি ছাড়িতে কভু,
করিয়াছি যদিও ক্রন্দন।—
একবার বুঝিলে না, ভাল ক'রে দেখিলে না,
হৃদয়ের অসীম বিস্তার;

নিত্য চাঁদ তারা উঠে, নির্ম্মল কুসুম ফুটে,
কি মধুর মহিমা তাহার!
বাহিরে যে শোভা আছে, পাইতে আমার কাছে,
—করিতাম চরণে অর্পণ,
যদি ও প্রতিমা খানি, হৃদয় আসনে আনি,
পূজা মোর করিতে গ্রহণ!
দেখিতে এ হৃদিতলে, অমূল্য মাণিক জ্বলে,
দেখিলে না—বুঝিলে না তায়,
আদরে ডাকিলে যারে, আজিকে কেমনে তারে,
অনায়াসে করিছ বিদায়!
নাহি শ্বাস অশ্রুজল, কই আঁখি ছল ছল,
কোথা তব মূরতি মধুর,
দেখাও সে স্নেহ-মুখ, জুড়াও তাপিত বুক,
আমি ত চ'লেছি বহুদূর!
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ল'য়ে, তোমার অশান্তি হ'য়ে
আসিব না সম্মুখে আবার, !

কহিব না কোন কথা, কি কাজ জানায়ে ব্যথা,
যাহা আছে হৃদয়ে আমার!
এই মুছিলাম আঁখি, লও যাহা আছে বাকি,
দিয়াছিলে কবে কোন্ আশা ;
চাহি তব মুখপানে, ফুটিয়া উঠেছে প্রাণে,
নিতি নিতি কত ভালবাসা!
চুম্বন-মদিরা তব, জাগায়েছে আশা নব,
যতনে ফুটেছে শত সাধ,
কাড়ি লবে সব যদি, ভেঙ্গে দেও এই হৃদি,
মেঘে ঢাক ওই মুখ-চাঁদ!
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ আনি, আশাভরা বুকে হানি,
কেটে লও মূরতি তোমার ;
এই মুদিলাম আঁখি, কি কাজ সরম রাখি,
বাকি কিছু রাখিও না আর!

৩

হায় রে সে দেবী কই, প্রেমময়ী আশাময়ী,
সেকি শুধু আশার ছলনা,

এ নহে সে প্রেমানন, স্নেহপূর্ণ দু'নয়ন
কোথা তুমি কমল-আসনা !
সে কি গো মনের ভ্রান্তি, লভিয়াছি যেই শান্তি,
শুনিয়াছি যেই দেবগান,
থাক্ তবে সেই ভালো, নিবিয়া গিয়াছে আলো,
আঁখিজলে বুঝিবে না প্রাণ !
আমি ত চাহি না কারে, চাহি শুধু পূজিবারে,--
পূজিবার দেহ অধিকার,
কনক প্রতিমাখানি, দলিত-হৃদয়ে আনি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি পরিহার !
দেখি শুধু রাত্রিদিন, ব'সে আছ চিরদিন,
আপনার মহত্ত্ব-শিখরে,
করুণ নয়ন হ'তে, প্রেম সে মধুর স্রোতে
দেখি শুধু সতত নির্ঝরে !
তাও যদি নাহি হ'বে কি ফল কাঁদিয়া তবে
চলে যাই দূর দেশান্তরে,

বুক-ভরা সব আশা, প্রাণভরা এই তৃষা,
কেড়ে লও প্রফুল্ল অন্তরে!
সুখ আশা শান্তিহীন, জীবনের কটা দিন,
প'ড়ে থাকি প্রান্তর সুদূর,
কাটিয়া ল'য়ো না তুলে, যদি কভু হৃদি-মূলে,
জেগে উঠে মূরতি মধুর!

—০—

মর্ম্মব্যথা।

—:০:—

আমার, হিয়ার মাঝারে, যে ব্যথা জাগিছে,
প্রাণ খুলে তাহা কহিব কা'য়!
শুনিবার কাণ আছে কি কাহারো,
—হায়, এ জগত বধির প্রায়!
হেথা কথা-কাটাকাটি, অসরল দিঠি,
পীরিতের ছলা কিবা পরিপাটী,

সবাই সবারে মনে আঁখি ঠারে,
সাফ গোঁজামিলে জীবন গোঁয়ায়।

শুধু, মিছে কথা ক'য়ে, দিন যায় ব'য়ে,
ঠকিয়ে ঠকায়ে মনেরে মারিয়ে,
নিজে ভুল বুঝে পরকে ভুলায়ে,
এরা বড় হয়,—এমনি জান্।

হেথা, পরের বেদনা পরেতে বুঝে না,
পরের সম্পদ পরেতে সহে না,
পরের ভাবনা পরেতে ভাবে না,
—আপন নেশায় আপনি ভোর।

তাই, সে নেশায় ছাই ফলে কি সুফল ?—
উঠে তাহে শুধু তীব্র হলাহল !
সে বিষের তাপে হইয়ে পাগল,
দু'চোক বুজায়ে চলিয়ে যায় !

শুধু, খেয়ালের ঝোঁকে যে করে যা কাজ,
খেয়াল মিটিলে ধরে অন্য সাজ,
বহুরূপী হ'তে নাহি মনে লাজ,—
নব অভিনয়ে আবার ধায়।

ঐ যে থাটি নাট্যশালা,—চিড়িয়ার মেলা,
তুখোড় খেলুড়ে খেলে সারা বেলা,—
আনাড়ীর ভালে শুধু ঝালা-পালা,
বাগে পেলে তারে বুকে মারে ছুরি!

তবে, কি কাজ গায়িয়ে প্রাণের কাঁদুনি,
হ'বে সার শুধু কথার গাঁথুনি,
উপহাস পাব আরো ম'রে যা'ব,
কাজ কি হেথায় প্রকাশ হ'য়ে!

তাই বলি মন ফুট না—ফুট না,
কে বুঝিবে তব মরম যাতনা,

হেথা, কথার বেসাতি শুধু বেচা-কেনা,
—সোজা চলে যাও সেই পথ ধরি' !

ওরে, সে পথে চলিলে মিশিতে হবে না,
বুক-ভরা সাধে ছাই পড়িবে না,
করিতে হ'বে না পর-উপাসনা,
—বড় ভিড় হেথা, কি হবে দাঁড়ায়ে?

যেথা, ভালবাসাবাসি,—মুখে মৃদু হাসি'
সয়তান সেথা দেখা দেয় আসি,
ধীরে সাবধানে গলে দেয় ফাঁসি,—
প্রাণ ডালি দেয় ভালবাসা শেষ !

অহো ! এই ত সংসার, এই ত সাধনা ?—
এই ত নরের প্রেম-উদ্দীপনা ?
দেবতার ধ্যানে দৈত্যের রচনা !
কেন প্রভো, তুমি করিলে হেন ?

*   *   *

ক্ষুদ্রমতি আমি অতি মূঢ় জন,
কি বুঝি তোমার লীলার কারণ,
মায়াবশে কাঁদি, হে মায়া-খণ্ডন!
ভেদ-বুদ্ধি, নাথ! ঘুচাও মোর!

বুকে দাও বল, হৃদয়ে বিশ্বাস,
এ চিত্ত-বিক্ষেপে দাও হে আশ্বাস,
নিজ গুণে দয়া কর শ্রীনিবাস,
তোমারি সন্তান তোমারে চায়।

ডাকি, দীনের বান্ধব, শ্রীমধুসূদন!
চরণ-সরোজে লইনু শরণ,
কাঙাল কবির এই আকিঞ্চন,—
জীবনে মরণে তোমারে না ভুলি!

প্রেমিকের প্রলাপ

—:০:—

স্থান—ভাগীরথীতীর,—এক পার্শ্বে শ্মশান।

সময়—নিশি দ্বিপ্রহর।

(সন্ন্যাসিবেশে উদ্ভ্রান্ত নিত্যানন্দের উক্তি।)

(১—আদিরস—শৃঙ্গার।)

আহা—সেই মুখ খানি !—
স্বরগীয় ছবি নন্দন-কানন,
পারিজাত ফুল মলয় পবন,
জোছানার হাসি—চন্দ্রমা-কিরণ—
সেই ফুল্ল বিধু মুখ খানি।

---

* "উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক" নামক আমার এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য ছিল। এখন হইতে সেখানি আর স্বতন্ত্র প্রকাশ না হইয়া এই "ফুলের" সহিত "প্রেমিকের প্রলাপ" আখ্যায় গ্রথিত হইতে থাকিবে। এবারও

আগুল্‌ফলম্বিত কেশপাশদাম্‌,
সুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুঠাম,
কটাক্ষ সুধীর স্নিগ্ধ অনুপম,
বুকভরা মোর সেই শান্তি দেবী।
রোগের ঔষধ—বিপদে কুশল,
নিরাশার আশা—অভীষ্টে মঙ্গল,
উষ্ণশ্বাসে মোর—প্রীতি-শান্তি জল,
প্রেমময়ী প্রিয়ে প্রাণের রতন!
সে মৃদু মাধুরী ফুল্ল হাসি রাশি,
তাম্বুলরঞ্জিত অধর পরশি,

তাহাই হইল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, অভিনয়োদ্দেশ্যে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। আদিরস হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিরস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নয়টি রসের উচ্ছ্বাস একই স্থানে একই ব্যক্তির অভিনেয়। রঙ্গ সাহিত্যের নেতা ও বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা শ্রীগিরিশচন্দ্রকে এই নবরসের উচ্ছ্বাস এই দ্বিতীয় বারও উপহার প্রদত্ত হইল।—লেখক।

প্রেম-আলিঙ্গনে মন অভিলাষী—
ধায় দ্রুত যেন পিয়াসী চাতক!
পীযূষপূরিত স্নেহমাখা কথা,
শুনে যায় দূরে হৃদয়ের ব্যথা,
শত্রু ফিরে চায় দেখি সরলতা,
মোর প্রাণেশ্বরী এ হেন সুন্দর!
কোমল মালতী ফুটন্ত গোলাপ,
নলিনীর সনে ভ্রমর আলাপ,
এ মিলন পরে আছে অনুতাপ,
মোর শান্তি কিন্তু চির সোহাগিনী
উজ্জ্বলে মধুর যদি কিছু থাকে,
অনন্তসুন্দর যদি কেহ দেখে,
আদর্শ প্রণয় যদি কেহ রাখে,
তবে সে আমার প্রাণের প্রতিমা।
শৈশব-সঙ্গিনী—মোর ফুলরাণী
সোহাগের নাম, অয়ি অভিমানি,

আয় একবার চুমি মুখ খানি,
বাহু-লতা পাশে বাঁধি এই শেষ!

(২—করুণ রস।)

কোথা প্রিয়ে অভাগা জীবন!
দেখ আসি একবার অধীন জনায়;
দগ্ধ প্রাণ জুড়াও বারেক।
নিতান্ত কি বিমুখিলে অযোগ্য পতিরে?
শ্রবণ কি না শুনিবে আর তব ভাষ?
এ জীবনে এই কি লো শেষ?
অহো কিবা মর্ম্মপীড়া!
প্রাণ! তুমি কর রে প্রস্থান,
কি সাধে এখনও রহ পাতকীর দেহে?
হায় বিধি! কার কি করিনু সর্ব্বনাশ—
তেঁই দিলে মোরে হেন মনস্তাপ!

(শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন)

ধ'রেছি সন্ন্যাসী বেশ সাধুতার ভাণে,
মন কিন্তু কলুষিত বিবিধ বিধানে।
স্নেহময়ী মাতা—আহা সোণার সংসার,
আমা হতে চিরতরে হলো ছারখার!
অহো, যে শান্তির আশে ফিরি দেশে দেশে
শরীরের মায়া ভোগ অভিলাষে
দিনু বিসর্জ্জন, হায় অবশেষে
তাহাতেই পুনঃ হলেম পতিত!
কোথা হে অনন্ত দেব মঙ্গলকারণ,
করুণ-কটাক্ষে প্রভো রাখ এ সময় ;—
মায়া—মায়া—মোহ চারিধার,
এ কুহক-জালে পুনঃ ফেল না দেবেশ!

(ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর,

ভুলে যাব ?—কতদিন ?—চিরদিন তরে ?
কারে ?—শান্তিরে আমার ?

হা! এ জীবনে তাহা সম্ভবে কি কভু?
মোর শান্তিরে ভুলিব?—
এ দেহ থাকিতে? এ প্রাণ রহিতে?
হৃদ্‌পিণ্ড করি উৎপাটন
এখনই পারি হাসিমুখে দিতে,—
দেহের শোণিত ধারা
বিলাইতে পারি অন্য জনে,—
এই জ্বলন্ত আগুনে
দিব ঝাঁপ অম্লান বদনে,—
সেও শত গুণে শ্লাঘনীয় মোর,
কিন্তু প্রাণের ভিতর হ'তে সূক্ষ্মতর—
সূক্ষ্মতম প্রাণ শোণিতে মিশ্রিত,—
প্রাণপ্রিয়া—এ দরিদ্র-ধন—
মোর প্রাণেশ্বরী সদা শান্তিময়ী,
ভুলিব তাহারে?—নিজ মুক্তি তরে?
ধিক এ মুক্তিরে!

স্বর্গ?—স্বর্গ তুচ্ছ অতি মোর শান্তির তুলনে
চাহি না এ স্বর্গ—চাহি না মুক্তিরে—
শান্তি-প্রেমে মিলাব জীবন!
এ হেন শান্তিরে মোর কে নিলি রে বল্?
কে নিবালি মোর হৃদাগার-দীপ?
কে ছিঁড়িলি মোর প্রাণের বন্ধনী?
অহো! কি হতে কি হ'লো, বুক ভেঙে গেলো,
কোথা শান্তি—শান্তিরে আমার! (ক্রন্দন)
মাতর্গঙ্গে,—স্রোতস্বিনি!
কুলু কুলু রবে তুমি অনন্তে মিশিছ,—
শান্তির সুস্নিগ্ধ দেহ করি আলিঙ্গন,
গায়িছ শান্তির গীত প্রেম-আলাপনে;—
মা! দয়াবতী তুমি,—
পারনা কি ব'লে দিতে তুমি গো আমারে,
কবে মা আমার শান্তি পাব আমি ফিরে?
গভীর নিশীথকাল স্তব্ধ চারিধার,

জগতের জীব জন্তু স্তব্ধ নিদ্রাকোলে,—
বিরাম লভিছে সবে শান্তির আলয়ে ;—
কিন্তু হায় মন্দভাগ্য আমি,
তেঁই এ শান্তির সুখে হয়েছি বঞ্চিত !
অহো ! কোথা শান্তি—শান্তি রে আমার !
(ক্রন্দন) আর কেন ত্যেজিব জীবন,
কি ফল এ ছার প্রাণ রেখে ?
(জ্বলন্ত চিতার দিকে অগ্রসর হইয়া)
হে অনল ! সর্ব্বভূক্ তুমি,
শুনিয়াছি একমাত্র পবিত্র তুমি হে,—
তবে মোর পাপদেহ তোমাতে মিশাই।
হে শ্মশান ! তুমি সাক্ষী অনন্ত কালের,
বলো তুমি শান্তিরে এ কথা !
অহো শান্তি—শান্তি—শান্তিরে আমার !!
(চিতায় পতনোদ্যত এবং সহসা
চকিতভাবে নিরস্ত হওন)

৩—বীররস।

না—না, মন! হও তুমি স্থির;—
মরণ ত তব কাছে তুচ্ছ অতিশয়,—
সেত তব স্বেচ্ছাধীন! কিন্তু
বৈর-নির্য্যাতন-বৃত্তি ভুলিবে কেমনে?
যাহার লাগিয়ে এ দশা তোমার,
যাহার লাগিয়ে ত্যেজেছ সংসার,
যার লাগি তুমি হ'লে শান্তিহীন,
হেন দুষ্টে না করি দমন,
মরিবে কি তুমি কাপুরুষ সম?
দুর্ব্বলতা-ডালি লইয়ে মাথায়,
মানব-সংসারে ভ্রমি এতদিন,
শেষে বিসর্জ্জিবে আপন জীবন?
এই কিহে তব পৌরুষ-প্রমাণ?
ধিক্—ধিক্ হেন নীচ কল্পনায়।

[চিন্তা—

কি ! প্রতিহিংসা-বহ্নি নিবিবে সলিলে ?
দর্প তেজ মোর মিলিবে অনিলে ?
অশ্রুজলে মিশাইবে শোক-উষ্ণশ্বাস ?
হা ! তাও কি সম্ভবে ?—
বজ্র তুমি হও হে উত্থিত,
অগ্নিগিরি হও হে সহায়,
বায়ু তুমি বহ ভীম স্বনে,
জলধি, উছলি যাও খরতর বেগে,
দিকপাল, দশদিক ঘের হে আঁধারে,
দেবগণ, এ সময় কর সহায়তা,—
দেখি, কেমনে সে পাপ-ধুরন্ধর—
নিত্যানন্দ-চিরবৈরী,
পায় ত্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে !
আরে রে পাষণ্ড কুমতি,
আজ তোর জীবনের শেষ অভিনয় !
মূঢ়, ছলে মোর শান্তিরে নিবিনে ?

পোড়াবিনে মোরে সন্তাপ-অনলে ?
করিবিনে ধ্বংস মোর সোণার সংসার ?
মূর্খ ! ভেবেছিলি চিরদিন যাবে সমভাবে,
এইক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌রে গ্রহণ !

(৪—রৌদ্ররস।)

কি ! দেবগণ কেহ মোর না হবে সহায় ?
নৈসর্গ প্রকৃতি কেহ না হবে সুহৃৎ ?
মোর এ সদর্প-পণ শূন্যে মিশাইবে ?
বৈর-নির্য্যাতন-বৃত্তি কৃতার্থ না হবে ?
প্রতিহিংসা-বহ্নি হবে ভস্মে পরিণত ?
হায় ! তাকি কভু হয় ?
(ত্রিশূল উত্থিত করিয়া)
শঙ্করের এ ত্রিশূল করিয়ে উত্থিত,
স্পর্দ্ধা করি' করি এ শপথ,—

হয় সেই মহারিপু চিরবৈরী মোর—
পাপকুল-ধুরন্ধর—তাহারে নাশিব,—
উড়াইব মুণ্ড তার পাপ দেহ হ'তে,—
নহে, মম বক্ষে দিব সুখে এ তীক্ষ্ণত্রিশূল!
দৈব-বল? তুচ্ছ করি দৈববল!
শান্তি-আশে যতক্ষণ রব ধরা মাঝে,—
এক প্রাণে—এক মনে চিন্তিব তাহারে;—
ততক্ষণ—শুধু দৈববল কেন?—
অনন্ত মেদিনী যদি হয় শত্রু মোর,
আকাশের বজ্র যদি পড়ে মম শিরে,
প্রলয়ের দিন যদি হয় উপস্থিত, তথাপি—
তথাপি এ প্রতিহিংসা-ব্রত-উদ্যাপনে
কভু না নিরস্ত হব আপন ইচ্ছায়!
আরে রে পাষণ্ড দুর্ম্মতি,
অন্তিম সময় তোর,—ভাব্ এইবার
স্নেহময়ী মায়ে আর যত বন্ধুজনে!

(৫—ভয়ানক রস !)

ওহোঃ—ওকি ও ভীষণ দৃশ্য !
নির্ভয় হৃদয়ে মোর
কেন আজ ভয়ের সঞ্চার ?
কেন কাঁপে প্রাণ ঘন ঘন ?
এত দর্প—এত তেজ মোর
ক্ষণেক ভিতরে হইল বিলীন ?
কথায় সাহস শুধু ?—
কার্য্যে কিছু না হইল ?
হা—হতদর্প আজ ! (ক্ষণপরে)
ওকি ! হৈমশৃঙ্গ সম উচ্চ বলিষ্ঠ শরীর—
সুদূর আকাশ যেন স্পর্শিছে মস্তক,—
শালতরু সম দুই ভীষণ মুদ্গর,
ঘুরাইয়ে লয়ে আসে মোরে মারিবারে।
ওহো ! একে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেহ,—

তাহে ও লোহিত চক্ষু অগ্নিরাশি যথা,
ঝলসিছে চারিদিক ভীষণ আকারে।
এই বুঝি মূর্ত্তিমান যম ?
ওহো! হেন ভয়াবহ বিভীষণ রূপ,
জীবনে ত দেখিনে কখন!
দেখাত দূরের কথা—
কল্পনায় ভাবিনে বারেক।
কাঁপে প্রাণ দারুণ তরাসে;
ওহো! এল এল ওই দণ্ডিতে আমায়,
চূর্ণ করে বুঝি ভীম গদাঘাতে!
কে আছ কোথায়, রক্ষ হে আমায়,
হায় হায় এ বিপদে কেহ কি রে নাই?
তবে মোর কি হ'বে উপায়?
ওই এল—ওই এল ভীমাকার যম।
ওহো হো——
(পতন ও মূর্চ্ছা; ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া)

(৬—বীভৎস রস।)

একি ! অট্টহাস কে করে কোথায় ?
শূন্যে ওই কেবা আসে—কেবা চলে যায় ?
ওকি ও বীভৎস রূপ !
কদাকারা উলাঙ্গিনী কে ওই রমণী ?
বিকট দশন রাশি মেলায়ে হরষে,
কার সনে করিছে মন্ত্রণা ?
বটে বটে,
পার্শ্বে বিরাজিছে ওই নাগর উহার।
ওঃ ! কি ভীষণ নাসারন্ধ্র ওর !
পাপ মর্ত্তে প্রেতযোনি এরি নাম বটে।
পূতিগন্ধ চারিদিকে বয়,
কার সাধ্য নিকটে দাঁড়ায় ;
চর্ব্বিত উগারি পুনঃ করিছে চর্ব্বণ,
রুধির করিছে পান যেন সুধা বোধে !

লক্‌লকি লোল জিহ্বা ভীষণ আরাবে,
নাচিছে খেলিছে সবে বিকৃত প্রথায় !
ওঃ ! এ দৃশ্য জীবনে কভু দেখিনে বারেক ;
একি ! দলে দলে কোথা হ'তে আসে,
কঙ্কাল বিশিষ্ট এত দেহ দীর্ঘকায় ?
খল খল অট্টহাস কভু বা করিছে,
নাচিছে বিকৃত ভাবে কভু বা সবায় ;
ভক্ষিয়ে নরক-কৃমি মনের হরষে,
নিবারিছে জঠর-অনল !
কভু পাপ ঈর্ষাবশে
বিবাদিছে পরস্পরে অংশ দ্রব্য লয়ে।
'পিশাচ-আবাস-ভূমি শ্মশান উপর'
নহে ত অলীক এ চির প্রবাদ ! (ক্ষণপরে)
এরা ত বীভৎসরূপী পিশাচের দল,
কুৎসিৎ নরকে বাস করে অহর্নিশ ;
এরাও স্ব-পত্নী সনে

শান্তি-প্রেম-আলাপনে
জুড়ায় পরাণ মন দিনান্তে বারেক!
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মোর,
সহি আমি অনুক্ষণ শান্তির বিচ্ছেদ।
অহো শান্তি শান্তিরে আমার! (ক্ষণপরে)
একি, পুন সেই বিভীষিকা!
না—কিসের বা ভয়?
আমার জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান।
(সাহসপূর্ণ তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া)
কেরে তোরা? কি ভয় দেখাস মোরে?
আয় দেখি আগু বাড়াইয়ে। ওরে,
বিঁধিব সবার বক্ষ এ তীক্ষ্ণ ত্রিশূলে,
বহাব শোণিত-স্রোত খরতর বেগে।
তোরা বুঝি পাপ-ধুরন্ধর-চর?
তাই বুঝি বিভীষিকা দেখাইতে মোরে,
ধ'রেছিস হেন বেশ বীভৎস আকারে?

হাঃ! কি লজ্জা—কি ঘৃণার কথা।
এই দেখ তো সবার করি রে বিনাশ।

(৭—হাস্য রস।)

হা আমি কি পাগল!
নহে যাহা কিছু,
তাহাতেই করি সত্যের আরোপ!
আর যাহা খাঁটী সত্য ঠিক,
তাহা ভাবি অসার কল্পনা।
এই ধরো, স্বপ্ন আর জাগ্রত জগৎ;
কিবা সত্য এ দুই মাঝারে?
বোধ হয় স্বপ্ন।—নহে,
জাগরণে কৈ সে চেতনা?
স্বপ্ন যদি হইত প্রকৃত, আর
সত্য যদি হইত স্বপন,

তবে এ ধরার ভার কমিত অনেক।
দূর হোক, ভাবি প্রেয়সীরে।
আয় আয় প্রাণেশ্বরী মোর,
আয় ওরে সোহাগের ধন,
বুকে ধ'রে তোরে জুড়াই জীবন।
(হস্ত প্রসারণ করিয়া)
আয় রে আমার শান্তিদেবী,
তোরে নিয়ে ঘরে ফিরি,
মিলে মিশে খেলা করি,
প্রাণে প্রাণে মিশি মোরা।
আঁধার ঘর মোর আলো হবে,
পাপ-ধুরন্ধর ভয় পাবে,
(সেথা) যায় যদি সে মুণ্ড যাবে
মোর গৃহ হবে স্বর্গপুরী।
থাক্‌বেনাক' কোলাহল
সংসারের হলাহল, বঞ্চক শঠের দল

পশ্‌বে না লো তোমারে ভয়ে।
আয় রে শান্তি পাগ্‌লি আমার,
তোয় আমায় কি হতে পারি
ছাড়াছাড়ি ক্ষণেক তরে ?
তোয় আমায় অন্তিমে রব
সকল শেষে আদর পাব,
দাঁত থাক্‌তে কি বোঝে নরে—
দাঁত যে কি মর্য্যাদা ধরে ?
তা হ'লে কি আপন পরে
প্রভেদ ভেবে করে গোল ?
আয় শান্তি আয়—বলি হরিবোল !

(নৃত্য করিতে ২)

হরিবোল—হরিবোল—বোল হরিবোল !

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে ধ্যান)

(৮—অদ্ভুত রস।)

একি ! একি হেরি !—শান্তিময় সব !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি পূর্ণ বিরাজিত !
চরাচর—স্থাবর—জঙ্গম,
চন্দ্র—সূর্য্য—গ্রহ—তারা—ব্যোম,
দেব—দানব—যোগী—ঋষিজন
অনন্ত মেদিনী সবি শান্তিময় !
শত্রু মিত্র আর না দেখি প্রভেদ,
কিছুতেই মন না করে নিষেধ,
পাপ পুণ্যে নাহি দেখি ভেদাভেদ,
কি অদ্ভুত ভাব হৃদয়ে পশিল !
হিংস্র শ্বাপদ বন্য পশু পাখী,
তরু লতা বন ভূধর নিরখি,
সবে শান্তি সনে হ'য়ে মাখামাখি,
প্রেম ভাবে যেন হ'য়েছে ভোর !

অকস্মাৎ কি হেরিনু আজ !
কোথা আমি ?—স্বর্গে কি এসেছি ?
কিছুই যে না পারি বুঝিতে !
আহা ! জগতের কি সৌভাগ্য আজ,
শান্তিময় অনন্ত-মেদিনী !
হেন প্রাণারাম—চিত্ত-মনোরম
আনন্দ বিমল—লভিনি কভু ।
নাহি কোন ক্লেশ, –আরাম বিশেষ
লভি'ছি হরষে শান্তি-সম্মিলনে !
কি আশ্চর্য্য !
কাম—ক্রোধ—লোভ—মহারিপুচয়,
বিবেক বৈরাগ্য গিয়াছে কোথায়,
কি জানি কি দেশে যাই ভেসে ভেসে,
এ দুই অতীত শান্তি-নিকেতনে !
কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এখন,
কি কাজ আমার হইয়ে চেতন,

শান্তি-সম্মিলন লভেছি যখন,
কি কাজ তখন সমাজ-বন্ধনে ?
ধন্য শান্তি তুমি জীবনের ধন,
চতুর্ব্বর্গ ফল সকামে তুমি,
নিষ্কামে তোমার ব্রহ্মপদে লীন,
এ হতে সৌভাগ্য কি আছে আর ?
ধর্ম্ম—কর্ম্ম—প্রেম—তুমি জ্ঞান-যোগ,
তোমাতে সকলি আছয়ে নিহিত,
তুমিই জীবের জীবনদায়িনী,
তোমা বিনা কিছু নাহি এ ভবে !
(গম্ভীরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান)

(৯—শান্তিরস ।)

আহা ! দেহ মোর রোমাঞ্চ হইল,
প্রাণ মন ভরে গেল শান্তি-সম্মিলনে ।

নাহি পাপ—নাহি তাপ—মনের বিকার,
নাহি শোক—নাহি দুঃখ—প্রাণের অভাব
এখনও পরিমিত শান্তিপ্রেমে যদি থাকে মন,
অসীম শান্তির প্রেমে মজাও জীবন।
কি কাজ সে সংসারের ক্ষুদ্র শান্তি ল'য়ে,
অনন্ত অপার শান্তি লভিলে যখন।
ভাই পাপধুরন্ধর!
ঘুচিল হে এবে মোর মোহ ঘুম-ঘোর,
অন্ধচক্ষু উন্মীলিত হয়েছ হে আজ!
এস ভাই,
উদ্দেশে তোমায় করি আলিঙ্গন!
তুমিই আমার আদি গুরুদেব,
তোমা হতে চিনিলাম অমর-শান্তিরে!
কৃতজ্ঞতা একমাত্র লও প্রতিদান,
অনুগত জনে ক্ষমা করো নিজগুণে!
(ক্ষণপরে) পুনঃ বলি মন,

শান্তির ভজন, শান্তির পূজন,
কর রে শান্তির মহিমা কীর্ত্তন,
সুস্বরে গাওরে শান্তি-গুণ-গান,
কিবা কর্ম্ম আর করিবে তুমি ?
চরাচর বিশ্ব গাও সপ্তস্বরে,
পীযূষ পূরিত শান্তি-গুণ-গান,
শান্তি-প্রেমে মজ জীব-সম্প্রদায়,
চাহ শান্তি যদি ইহ পরলোকে।
মরি, শান্তি—শান্তি—শান্তিময় সব ! আজি
জীবন-প্রভাত মোর ভাঙিল স্বপন !
শান্তি-নিত্যানন্দে হলো আনন্দ-মিলন !!

সমাপ্ত।